NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ

যানজট মুক্ত করতে আরামবাগে ৪-৫ পয়েন্ট নো-এন্ট্রি প্রশাসনের ৬

কলকাতা ১৯ জুলাই ২০২৪ ৩ শ্রাবণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.7.2024, Vol.18, Issue No. 40 8 Pages, Price 3.00

আবার বেলাইন রেল

ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের ১২ কামরা লাইনচ্যুত, মৃত ৪

গোন্ডা, ১৮ জুলাই: গত ১৭ জুন ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রেল দুর্ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় লাইনচ্যুত চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের মোট ১৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রে খবর, ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার গোন্ডা জেলার মতিগঞ্জ এবং ঝিলহি রেলওয়ে স্টেশনের মাঝের এক জায়গায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের আধিকারিকরা। উদ্ধার অভিযানে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে রওনা দিয়েছে সেনা জওয়ানদের একটি দল।

বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৩৯ মিনিটে চণ্ডীগড় থেকে ছেড়েছিল ট্রেনটি। এদিন দুপুরে ট্রেনটি গোন্ডার ঝিলহি স্টেশনের কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। এরপরই ট্রেনটি কাঁপতে শুরু করে এবং লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন তাঁরা। লাইনচ্যুত ট্রেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত যাত্রীরা ট্রেনটি থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ট্রেনটির উলটে থাকা বগিগুলির পাশে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যাত্রীরা। অনেককে ট্রেনের দরজা বেয়ে উঠে ভিতর থেকে মাল বের করতেও দেখা যায়। বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটি কোচের ওপরও কয়েকজন যাত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

অসমের দিকে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। উত্তরপ্রদেশের গোন্ডার কাছে বেলাইন হয়ে গিয়েছে ১২টি কামরা। এখনও পর্যন্ত অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। কী ভাবে দুর্ঘটনা, তা এখনও অস্পষ্ট। তবে প্রাথমিক ভাবে রেল সূত্রে খবর, ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের এক জন লোকো পাইলট দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে বিকট শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। যেন কোথাও কোনও বিস্ফোরণ হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্তে শুরু করেছে রেল। কোনওরকম নাশকতার চেষ্টা রয়েছে কি না এর নেপথ্যে, সেটাও তদন্ত করে দেখা হবে বলে রেল সূত্রে খবর। আদতে কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ট্রেনটির চারটি এসি কোচের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। দু'টি বগি সম্পূর্ণ উলটে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকারি কর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর এবং ত্রাণের কাজে দ্রুততা আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আহতদের সবরকম চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও। অসম সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে অসম সরকার। বৃহস্পতিবার দুপুরের এই দুর্ঘটনার পর রেলের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর আহতদের আড়াই লাখ টাকা করে এবং বাকি আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা জানিয়েছে রেল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে রেল ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডলে মমতা লিখেছেন, 'রেল কী করছে? কেন্দ্র কী করছে? যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। কবে এটা বুঝবে কেন্দ্র?'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে দুর্ঘটনার জন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'উত্তরপ্রদেশে চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত হওয়া আবারও প্রমাণ করে দিল মোদি সরকার কী ভাবে রেল নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। শোকাহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা এবং আহতদের প্রতি আমাদের উদ্বেগ ও প্রার্থনা রয়েছে।' আর তার পরই তিনি কটাক্ষ করেছেন মোদি-অশ্বিনীকে। তাঁর খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রেলমন্ত্রী আত্মপ্রচারের কোনও সুযোগই ছাড়েন না। ওঁদের উচিত ভারতীয় রেলের এই দুর্দশার দায় স্বীকার করা।'

বিদ্যুৎ-বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, মানিকচকে আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পথ অবরোধ তুলতে গিয়ে দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মালদার মানিকচক থানার এনায়েতপুর এলাকায়। পুলিশের ওপর হামলা এবং গাড়ি ভাঙচুর করার ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে হয় পুলিশকে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন দুই যুবক। এমনকি বিক্ষোভকারীদের পালটা ধাওয়ায় পুলিশকে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়। পরে মানিকচক থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঘটনাস্থলে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ফাটানো হয় বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার প্রদীপ যাদব। এনিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন।

এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের হামলায় মাথা ফাটে মানিকচক থানার আইসি পার্থপ্রতিম হালদারের। তাঁকে চিকিৎসার জন্য মালদার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। এছাড়াও আরও দু'জন পুলিশকর্মী বিক্ষোভকারীদের হামলায় জখম হয়েছেন। তাঁরাও চিকিৎসাধীন মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। পাশাপাশি গুলিবিদ্ধ দুই যুবককে ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। দু'জনেরই পায়ে গুলি লেগেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। পরে মালদা জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। এরপরই ওই এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রীতিমতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়ক। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত থেকেই অন্ধকারে ডুবে রয়েছে মানিকচক থানার এনায়েতপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকা। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকেই এনায়েতপুরের বেশ কয়েকটি এলাকায় দফায় দফায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক গ্রামবাসী। যাদের মধ্যে মহিলা বেশি ছিলেন।

এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ অবরোধ তুলতে গিয়েই বিক্ষোভের মুখে পড়ে মানিকচক থানার কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। তারপরই আচমকা ইট, পাথর নিয়ে বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে ধাওয়া করে বলে অভিযোগ। কয়েকজন হাতে গোনা পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে থাকায় তাঁদের পিছিয়ে আসতে হয়। সেই সময় পুলিশের একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় কর্তব্যরত কয়েকজন পুলিশ কর্মী। আর সেই বাড়িকে লক্ষ্য করে পুলিশকে এলোপাথাড়ি ইট, পাথর ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়। এমন উত্তেজনার খবর পেয়ে মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথী হালদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছায়। তখনই পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে আইসির মাথা ফেটে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাইরে বেরিয়ে যায়। তখনই পুলিশ গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। সেই সময় পুলিশের গুলিতে দু'জন পথচারী জখম হন।

এনায়েতপুর এলাকার বাসিন্দা গুলিবিদ্ধ আকবর শেখ জানিয়েছেন, এদিন বিক্ষোভের সময় তিনি রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। আচমকা তাঁর বাঁ পায়ে গুলি লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে বলেও জখম দুই যুবকের অভিযোগ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, 'কয়েক দিন ধরেই গ্রামে লোডশেডিং চলছে। বুধবার রাত থেকে একটানা লোডশেডিংয়ের জেরে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। অনেকেই গরমের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শিশুরাও গরমের জ্বালায় ছটফট করছে। লোডশেডিংয়ের জেরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইসব ঘটনার বিষয় প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু আচমকা পুলিশ এসে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়। তখনই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়ে যায়।'

যদিও এই ব্যাপারে মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশের ওপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মালদার ঘটনার সঙ্গে লোডশেডিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোডশেডিং শব্দটি তুলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে বিদ্যুতের কোনও সমস্যা নেই। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা লোডশেডিং হয়, সেখানে এই রাজ্যে কোথাও এক মিনিটও হয় না।

বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি জানান, মালদার মানিকচকের এনায়েতপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি কোনও লোডশেডিং জনিত ঘটনা নয়। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনও লোডশেডিং হয় না। ওই এলাকায় উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর মাত্র তিনটি টাওয়ার বসানোর কাজ বাকি রয়েছে। মূল সমস্যা হল, এই ইংলিশবাজারে কিছু স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতার জন্য তিনটি টাওয়ার বসানোর কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ ১০ মাস ধরে বিদ্যুৎ দপ্তর, পুলিশ, প্রশাসন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দরকার স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা। আবারও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন করা হয়েছে, ওই তিনটি টাওয়ার বসানোর কাজ করার জন্য আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে সার্বিক ভাবে উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অন্যান্য জায়গার মতো উক্ত অঞ্চলেও উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হওয়া সম্ভব। মানিকচকে ১২ ঘণ্টা বনধ ডাকল সিপিএম।

শুভেন্দু: ২৬ মামলার কেস ডায়েরি তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব মামলায় কেস ডায়েরি চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশকে ২৬টি মামলার কেস ডায়েরি পেশ করতে বলে হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত'র নির্দেশ দেন আগামী ৮ অগাস্ট ওই সব মামলায় কেস ডায়েরি আদালতে জমা দিতে হবে পুলিশকে। সঙ্গে এও জানানো হয়, শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ বহালই থাকছে। এর আগে ওই ২৬টি মামলায় রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। তখন হাইকোর্ট জানিয়েছিল, আদালতের অনুমতি ছাড়া বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করা যাবে না। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সেই নির্দেশও বহাল রাখে আদালত।

ভেড়ির আলাঘর থেকে শ্রীঘরে সুড়ঙ্গের সাদ্দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পুলিশের জালে সাদ্দাম। বুধবার গভীর রাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কুলতলির সাদ্দাম সর্দার। চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সাদ্দামকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নকল সোনা প্রতারণা চক্রের অন্যতম পাণ্ডা সাদ্দাম মাছের ভেড়ির আলাঘরে লুকিয়ে ছিল। বুধবারও পুলিশকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সাদ্দাম। কিন্তু এবার আর সুবিধা করতে পারেনি। পুলিশের জালে ধরা পড়ে নকল সোনা প্রতারণার মাথা। বৃহস্পতিবারই তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আদালতে সাদ্দামের আইনজীবী যদিও দাবি করেছিলেন, অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী নয়, সমাজসেবী। প্রসঙ্গত, সোমবার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সাদ্দাম। তাঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজছিল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই বুধবার রাতে কুলতলির চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, সেখানে একটি মাছের ভেড়ির আলাঘরে লুকিয়ে ছিল সোনা পাচার চক্রের মাথা সাদ্দাম। রাত ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ আলাঘর ঘিরে ফেলে পুলিশ। তখন ঘুমোচ্ছিলেন সাদ্দাম। পুলিশকে দেখেই ফের পালানোর চেষ্টা করলেও তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। সাদ্দামের আশ্রয়দাতা মান্নান খানকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই মান্নান আবার এলাকার সিপিএম নেতা। এখনও পর্যন্ত অধরা সাদ্দামের ভাই সানু সর্দার। আসল সোনার মূর্তির ছবি দেখিয়ে নকল মূর্তি বিক্রি থেকে শুরু করে ডাকাতি, নানা কুকীর্তির অভিযোগ রয়েছে এই সাদ্দামের বিরুদ্ধে। সোনার মূর্তি ও সোনা পাচার চক্রের খোঁজেই কুলতলির পয়তারাহাটে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। সাদ্দামের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে গুলি। তারই মাঝে উধাও হয়ে যায় সাদ্দাম ও তার ভাই। অভিযোগ, কার্যত পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সাদ্দামকে। এই অভিযোগে দুই মহিলাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েই বেডরুমের খাট সরাতেই বেরিয়ে আসে গোপন সুড়ঙ্গ। কংক্রিটের ওই সুড়ঙ্গ গিয়ে সোজা মিলেছে মাতলা নদীর কাঁকড়া খালে।

নীতি-বৈঠকে যাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহেই দিন চারেকের জন্য দিল্লি যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিল্লি গিয়ে রবিবার ২৮ তারিখ কলকাতায় ফিরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৭ তারিখ দিল্লিতে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের নবম মিটিং রয়েছে। ওই বৈঠকের পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, এবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে বহুবার নীতি আয়োগের বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি না গিয়ে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নবান্নের এক কর্তার মতে, বাংলার বকেয়া টাকা পয়সার বিষয়টি এমনই ঝুলে রয়েছে। তার ওপর এই বৈঠকে একটি ভিশন ডকুমেন্ট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

মেদিনীপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার ভোরে মেদিনীপুর শহরের গেট বাজারে বিধ্বংসী আগুনে কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। একটি দোকানে হঠাৎই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একাধিক দোকানে। ৪-৫ টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও দমকলের তিনটে ইঞ্জিনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে যাওয়া এক শিশুকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

সংরক্ষণ-আগুনে বলি বেড়ে ৯, আলোচনার বার্তা হাসিনার

ঢাকা, ১৮ জুলাই: সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র-যুবদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির মধ্যেই হিংসার আবহ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বৃহস্পতিবার পুলিশ এবং আধাসেনার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন বলে খবর। আহতের সংখ্যা শতাধিক। এরই মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আন্দোলনকারীদের আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে। অন্য দিকে, বাড্ডা এলাকায় গণ্ডগোলের সময় পিটিয়ে খুন করা হয় এক পথচারীকে। মৃত ব্যক্তি পেশায় মিনিবাসের চালক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পালটা হামলা চালালে কয়েকজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হন। এই নিয়ে গত তিনদিনে বাংলাদেশে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে মোট ন'জনের মৃত্যু হল। এর আগে মঙ্গলবার ঢাকায় দু'জন, চট্টগ্রামে তিন জন এবং রংপুরে একজনের মৃত্যু হয়।

মেরুল বাড্ডায় 'কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ' চত্বরে মারমুখী বিক্ষোভকারীদের হামলা থেকে বাঁচতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরে আশ্রয় নেন কয়েক জন পুলিশকর্মী।

তাঁদের উদ্ধার করতে হেলিকপ্টার নামাতে হয়। এক চিকিৎসক জানান, ৪০০ জনের বেশি আন্দোলনকারী আহত হয়ে তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিচয় নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীদের আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানান। আনিসুলের দাবি, নীতিগত বিষয়ে হাসিনা সরকারের আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরাও বর্তমান কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়ে নীতিগত ভাবে সহমত। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে এবং শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে বসব।' সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ঘিরে অশান্তির মধ্যেই বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক এবং পড়ুয়াদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা পাঠাল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার ওই সতর্কবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

ওই সরকারি নির্দেশিকায় বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক এবং পড়ুয়াবদের ভ্রমণ বর্জন করা এমনকি, বাড়ির বাইরে বেরনো নিয়ন্ত্রণ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহি, সিলেট এবং খুলনার উপ-হাই কমিশনের ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নির্মূলে নতুন বিল অনুমোদিত অসমে

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই: বাল্যবিবাহ নির্মূল করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দ্য অসম রিপিলিং বিল ২০২৪ অনুমোদিত হয়। অসম মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডির্ভোসেস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৫ ও অসম মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডির্ভোসেস রেজিস্ট্রেশন রুল, ১৯৩৫ প্রত্যাহার করার লক্ষ্যেই নতুন বিল অনুমোদন করা হয়েছে। অসম বিধানসভার পরবর্তী বাদল অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভা আরও জানিয়েছে, অসমে মুসলিম বিবাহ নথিভুক্তকরণের জন্য যথাযথ আইন আনার কথা বিধানসভার আগামী অধিবেশনে বিবেচনা করা হবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, 'বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সুরক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে আমরা আমাদের মেয়ে-বোনেদের ন্যায় পাওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছি।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮ নং এফিডেভিট বলে Goutam Kumar Chattopadhyay S/o. Dibakar Chattopadhyay ও Goutam Kr Chatterjee S/o. Lt. D. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhankar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailen Ghosh ও S. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Ram Chandra Pal S/o. Abhaypada Pal ও Ramchandan Pal S/o. A. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Amar Nath Boral ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Netai Chand Boral ও Lt. N. Ch. Boral সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Diptendu Sinharoy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Buddhadeb Sinharoy ও B. Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Surajit Mondal S/o. Santi Ranjan Mondal ও Surajit Mandal S/o. S. R. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০১৮ নং এফিডেভিট বলে Sk. Sofiuddin S/o. Sk Abdul Rasid ও Sk. Safiuddin S/o. Sk. A. Roshid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫১৮ নং এফিডেভিট বলে Ashim Chakrabarty S/o. Anil Chakrabarty ও Ashim Chakraborty S/o. Anil Chakrabarty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪২৯৭ নং এফিডেভিট বলে Aloke Kumar Ghosh ও Aloke Kr Ghosh S/o. Anil Kumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫৫ নং এফিডেভিট বলে Abdur Rashid Mandal S/o. Abdul Wahab Mandal ও Abdur Rashid Mondal S/o. O. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Ritu P Krishnan** W/o Rakesh Krishnan residing at Bangur Complex, Flat - U21, 5/7, Buroshibtala Main Road, P.O. :- Sahapur, Kolkata - 700038, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhaar Card, Driving Licence & Pan Card my name is recorded in short form as Ritu P Krishnan, but in my Passport my full name is recorded as Ritu Parna Krishnan. That I intend to be known and named everywhere and also intends to write and record my name in my papers and documents only as Ritu Krishnan instead of Ritu Parna Krishnan / Ritu P Krishnan. That **Ritu Krishnan, Ritu Parna Krishnan** and **Ritu P Krishnan** is the same and one identical person vide Affidavit No. 58934 Dated 04.10.2023 in the court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

1) **শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ** স্বামী – ৺মাখন লাল দেবনাথ সাকিম – হরিতলা কলোনী, পোঃ হাবিবপুর, থানা রানাঘাট, জেলা নদীয়া-741403, 2) **শ্রীমতী বকুলবালা ভৌমিক** স্বামী হরি প্রসাদ ভৌমিক সাকিম শ্বাসপুর, পোঃ + থানা – কালনা, জেলা – বর্ধমান, পিন - 713409 বিগত ইং-26/07/2017 তারিখে এ.ডি.এস.আর হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে IV-184/2017 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদিগকে **(১) বিদ্যা ভৌমিক** পিতা ৺কৃষ্ণ সুন্দর ভৌমিক সাকিম – 11/C, প্রভাসনগর, পোঃ প্রভাসনগর, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী-712249, **২) সুধীর কুমার ভৌমিক** পিতা মৃত কৃষ্ণ সুন্দর ভৌমিক সাকিম – সুখরিয়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী-712123) -ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা **বিদ্যা ভৌমিক ও সুধীর কুমার ভৌমিক** ১) এ.ডি.এস.আর হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে **শ্রী শিবশঙ্কর দেবনাথ** পিতা শ্রী খোকন দেবনাথ মহাশয়কে I-3237/2023 নং দলিল মূলে 5.30 শতক, ২) এ.ডি.এস.আর হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে **শ্রী শঙ্কর দেবনাথ** পিতা শ্রী খোকন দেবনাথ মহাশয়কে I-3232/2023 নং দলিল মূলে 5.50 শতক, ও এ.ডি.এস.আর হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে **শ্রীমতী সুর্বনা হালদার** স্বামী শ্রী অশোক হালদার মহাশয়াকে I-3233/2023 নং দলিল মূলে 4.00 শতক, একুনে মোট ৩ টি দলিলে 14.80 শতক বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সুখড়িয়া, জে.এল. -96, হাল এল. আর 141 খতিয়ানে, ১) সাবেক 66 ও হাল 74 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 27.5 শতক, ২) সাবেক 67 ও হাল 75 দাগে - পুকুরপাড় জমি ষোল আনায় 3.5 শতক, ৩) সাবেক 68 ও হাল 76 দাগে পুকুর জমি ষোল আনায় 7.5 শতক ও ৪) সাবেক 69 ও হাল 77 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 2.0 শতক, একুনে মোট 4 টি দাগে 40.5 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ইতি-
বিদ্যা ভৌমিক ও সুধীর কুমার ভৌমিক
আমমোক্তারদ্বয়

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৯ শে জুলাই। শুক্রবার, ৩ রা শ্রাবণ। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস । সাহিত্যিক বনফুল বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।,)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

হায়দার আলি মন্ডল ওরফে হায়দার আলি, পিতা মরহুম হামিদ মন্ডল ওরফে আব্দুল হামিদ মন্ডল, সাং - আমড়িয়া, পোঃ - আটি, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, আমমোক্তার দলিলমূলে (দলিল নং -১৫০৩/২০২৪) আমার মক্কেল **সওকত আলি মন্ডল**, পিতা - মরহুম হামিদ মন্ডল ওরফে আব্দুল হামিদ মন্ডল, সাং - গনেশপুর, পোঃ - আটি, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী পিন - ৭১২৩০৫, কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে বিক্রয় করিবেন।

তপশীল

জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - আমড়িয়া, জে এল নং -১৮৬, এল. আর. ২৪৮ নং দাগে ৫ শতক আমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
সুজাতা মিস্ত্রী (এ্যাডভোকেট)
জেলা জজ, আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

নাজিরা বেগম ওরফে মোসাম্মত নাজিরা বেগম, পিতা নাজিরুদ্দিন মন্ডল, সাং - গনেশপুর, পোঃ - আটি, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, আমমোক্তার দলিলমূলে (দলিল নং - ১১৯১২/২০২২) আমার মক্কেল **সেখ মোজাম্মেল হোসেন,** পিতা - গোলজার হোসেন, সাং - গনেশপুর, পোঃ - আটি, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী পিন - ৭১২৩০৫, কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে বিক্রয় করিবেন।

তপশীল

জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, মৌজা - গনেশপুর, জে এল নং -১৮৮, এল. আর. ৩১৪ নং দাগে ৭৪ শতক আমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি
সুজাতা মিস্ত্রী (এ্যাডভোকেট)
জেলা জজ, আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) ছায়া দাস, স্বামী – বিদ্যুৎ কুমার দাস সাকিম 51 নং জি. টি. রোড, পোঃ শেওড়াফুলি, থানা – শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন 712223, বিগত ইং 13/03/24 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2109/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না** পিতা কালিপদ মান্না, **২) শ্রী সুকুমার দাস** পিতা পঞ্চানন দাস উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712102) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে – ১) আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 71 শতক। ২) আর. এস. দাগ নং- 75 ও যাহার হাল এল. আর. 88 নং দাগে পুকুর যাহার পরিমান ষোল আনায় 29 শতকের মধ্যে 14 শতক।৩) আর. এস. দাগ নং- 78 ও হাল এল. আর. 91 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ষোল আনায় 11 শতক। ৪) আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 77 শতক। ৫)আর. এস. দাগ নং- 80 ও যাহার হাল এল. আর. 94 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 28 শতক। ৬)আর. এস. দাগ নং- 81 ও যাহার হাল এল. আর. 95 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ষোল আনায় 2 শতক। একুনে 6 টি দাগে মোট ২০৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয় হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-3344/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী আলো দত্ত দেশমুখ,** স্বামী শ্রী সুশান্ত দত্ত, সাকিম তালতলাগলি, কামারপাড়া রোড, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712101 -কে তপশীল জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 77 শতকের মধ্যে অত্র দলিলে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান 03 কাঠা 04 ছটাক 42 বর্গফুট বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না ২) শ্রী সুকুমার দাস
আমমোক্তারদ্বয়

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে আমার মক্কেল ফ্ল্যাটের তৃতীয় ফ্লোরের সমগ্র অংশের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩৬৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (প্রায়) পরিমাপের ইউনিট নং বি -৩০ ক্রয় করতে চায় যা ২ বেডরুম, তৃতীয় ফ্লোরের মেজানাইন মেঝে সমন্বিত সহ, পরিমাপ ৭৬.৯৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (প্রায়), ১টি রান্নাঘর এবং ১টি টয়লেট এবং দ্বিতীয় ফ্লোরে মেজানাইন মেঝে সমন্বিত সহ, যার পরিমাপ ৫৯.৫২ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (প্রায়), ১ রুম এবং ১ টয়লেট সহ, প্রথমতলায় একটি স্কুটার পার্কিং স্পেস সহ, উক্ত সম্পত্তিতে সমস্ত অধিকার স্বত্ব ইন্টারেস্ট এবং সুবিধার অধিকার সহ, সমস্ত দায়মুক্তি থেকে মুক্ত, শ্রীমতী তন্দ্রা ঝা স্বামী- শ্রী সন্তোষ ঝা এর থেকে যিনি উপরোক্ত সম্পত্তির বৈধ মালিক বলে দাবি করছেন। অন্য যে কারোর কোনো অধিকার, স্বত্ব, ইন্টারেস্ট, দাবি এবং/অথবা উদ্দেশ্য হস্তান্তর বা উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকে, অনুগ্রহ করে সঠিক নথি, কাগজপত্র এবং প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, এর পরে কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

স্বা/- শ্রী রাজু রাম শ' (অ্যাডভোকেট)
আলিপুর জজ কোর্ট কলকাতা-৭০০ ০২৭,
WB-1719/2002
ইমেইল: consultadvrajuram@gmail.com
মো: ৯৩৩১০৪৭৯৭১/ ৯০৩৮০৪৭৯৭১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী শুভঙ্কর দাস পিতা – ৺সীতাংশু দাস সাকিম – গ্রাম ও পোঃ জারুড়া, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-712138, বিগত ইং-24/11/2021 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত চন্দননগর এ.ডি.এস.আর অফিসে I-4323/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী মধু মন্ডল**, পিতা – ৺পূর্ণ মন্ডল সাকিম - বৌবাজার পোঃ খলিসানী, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-712138)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী মধু মন্ডল** হুগলী ডি.এস.আর-I, সদর অফিসে 06/06/2023 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-5516/2023 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী বনশ্রী চৌধুরী** স্বামী শ্রী আশোক চৌধুরী, সাকিম গ্রাম ও পোঃ জারুড়া, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-712138 মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা জারুড়া, জে.এল.-93, হাল এল. আর 616 নং খতিয়ানে, আর এস ও এল. আর 613/1358 নং দাগে ষোল আনায় 29 শতকের মধ্যে 9.67 শতক আমমোক্তার সম্পত্তি হইতেছে তন্মদ্ধ্যে কমবেশী 2.22597 শতক অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত আমমোক্তার সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **শ্রী মধু মন্ডল**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) ছায়া দাস, স্বামী – বিদ্যুৎ কুমার দাস সাকিম 51 নং জি. টি. রোড, পোঃ শেওড়াফুলি, থানা – শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন 712223, বিগত ইং 13/03/24 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2109/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না** পিতা কালিপদ মান্না, **২) শ্রী সুকুমার দাস** পিতা পঞ্চানন দাস উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712102) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে – ১) আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 71 শতক। ২) আর. এস. দাগ নং- 75 ও যাহার হাল এল. আর. 88 নং দাগে পুকুর যাহার পরিমান ষোল আনায় 29 শতকের মধ্যে 14 শতক।৩) আর. এস. দাগ নং- 78 ও হাল এল. আর. 91 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ষোল আনায় 11 শতক। ৪) আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 77 শতক। ৫) আর. এস. দাগ নং- 80 ও যাহার হাল এল. আর. 94 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ষোল আনায় 28 শতক। ৬) আর. এস. দাগ নং- 81 ও যাহার হাল এল. আর. 95 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ষোল আনায় 2 শতক। একুনে 6 টি দাগে মোট ২০৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয় হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে I-6615/2024 নং দলিল মূলে **১) শ্রীমতী সুচেতা মান্না পাল,** স্বামী শ্রী সুপ্রিয় মান্না, **২) শ্রী জিত দাস** পিতা সুকুমার দাস উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712102 - কে তপশীল জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে – ১) আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় 71 শতকের মধ্যে 27 শতক।২) আর. এস. দাগ নং- 75 ও যাহার হাল এল. আর. 88 নং দাগে পুকুর ষোল আনায় 29 শতকের মধ্যে 14 শতক।৩) আর. এস. দাগ নং- 78 ও যাহার হাল এল. আর. 91 নং দাগে পুকুর ষোল আনায় 11 শতকের মধ্যে 11 শতক। ৪) আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান ষোল আনায় 77 শতকের মধ্যে 41 শতক। ৫) আর. এস. দাগ নং- 80 ও যাহার হাল এল. আর. 94 নং দাগে বাগান ষোল আনায় 28 শতকের মধ্যে 28 শতক। ৬) আর. এস. দাগ নং- 81 ও যাহার হাল এল. আর. 95 নং দাগে ডোবা ষোল আনায় 2 শতকের মধ্যে 2 শতক একুনে মোট ৬ দাগে ১টি খতিয়ানে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান 123 শতক বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না ২) শ্রী সুকুমার দাস
আমমোক্তারদ্বয়

নোটিশ

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হল যে শ্রীমতী অনিতা ঘোষ ২.৫০ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির নিরঙ্কুশ মালিক, যা মৌজা কৃষ্ণনগরে অবস্থিত যার আর.এস দাগ নং ৬০১২ এবং ৬০১৩ এবং এল.আর. দাগ নং ৮৮৭০, সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৩১৯, ব্লক -এ, হোল্ডিং নং ৮, এস.সি. পাত্র লেন, ওয়ার্ড নং ১৪, কৃষ্ণনগর পৌরসভার সীমার মধ্যে, থানা- কোতোয়ালি এখন কৃষ্ণনগর, এডিএসআর কৃষ্ণনগর এবং ডিএসআর নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মধ্যে, পিন - ৭০০০৩৫। ২০২১ সালের ০৪.১০.২০২১ তারিখের ডিড অফ কনভেয়েন্স বিয়িং নং১৩০২০৯০৪২ , বই নং ১, ভলিউম নং ১৩০২-২০২১, পৃষ্ঠা ১৮৯৬৮৩ থেকে ১৮৯৭০৫ এডিএসআর কৃষ্ণনগরের অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত মাধ্যমে যথার্থ মালিক শ্রী সুব্রত কুমার পাত্র এবং শ্রী দ্বৈপায়ন পাত্রের কাছ থেকে এটি অর্জন করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যেকোন প্রকৃতির অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা ডিমান্ড যাহাই থাকুক না কেন, এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তার প্রামাণ্য প্রমাণ সহ লিখিত ভাবে জানাতে হবে, ব্যর্থ হলে এই ধরনের কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এমএম অ্যাসোসিয়েটস
কর্নানি ম্যানশন
রুম নং - ৫২৮, ৫ম ফ্লোর,
২৭এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত,
চন্দননগর এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯০/ ২০২৩

দরখাস্তকারিনী - শ্রীমতি ভাগ্যশ্রী ঘোষ, স্বামী- শ্রী শোভন ঘোষ, নিবাস- ৩৪৩, দিগড়া মাঝের পাড়া, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৪, পঃবঃ।

এতদ্বারা **স্বর্গীয় অন্নপূর্ণা** ঘোষ, স্বামী- শ্রী অমল কুমার ঘোষ, নিবাস - ধিতারা, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১২৪, পঃবঃ, এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী **স্বর্গীয় অন্নপূর্ণা ঘোষ** মহাশয়ার উইল বা চরমপত্রর প্রবেট লইয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে ।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, জে এল নং- ২১৩, মৌজা- ধিতারা, আর এস খতিয়ান ৪৫৯, এল আর খতিয়ান ৩২/১, আর এস দাগ ১৩২২, এল আর দাগ ১৫০৮ সম্পত্তির ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩১ বর্গফুট জমির মধ্যে ২ কাঠা জমি, শ্রেনী বাগান, বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন।

শ্রীমতি ভাগ্যশ্রী ঘোষ দরখাস্তকারিনীর পক্ষে-
স্বা/-সুশোভন ঘোষ (আইনজীবি)

স্বা/-সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জগৎবল্লভপুরে মাঠে উদ্ধার মানব কঙ্কাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর এলাকার একটি মাঠে উদ্ধার মানব কঙ্কাল ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর এলাকার অন্তর্গত মাজু অঞ্চলের ফিঙ্গা গাছি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর,বোজানন্দ গোস্বামী নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি গত ছয় দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। এই ঘটনায় ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পরিবারের তরফ থেকে জগৎবল্লভপুর থানায় একটি মিসিং ডায়েরিও করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে মাজু এলাকার একটি গ্যাস ফ্যাক্টরির পেছনে মাঠের মধ্যে একটি কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেন এক ব্যক্তি। নিখোঁজ ওই ব্যক্তির পরিবারকে খবর দেয় তারা ওই কঙ্কালটি চিহ্নিত করেন। ওই কঙ্কালটির পাশে একটি ধুতি ও গামছা পড়েছিল যা কিনা ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির গায়ে ছিল। কঙ্কাল উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। কঙ্কালটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝা যাবে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে।

দঃ পূঃ রেলের অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলওয়ে বোর্ডের অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সদস্য রবিন্দর গোয়েল মঙ্গলবার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতর, গার্ডেন রিচ পরিদর্শন করেন এবং দক্ষিণ পূর্ব রেল, পূর্ব রেল এবং মেট্রো রেলের পরিচালনা ও বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করতে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠকও করেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপত্রল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার দীপক কুমার ঝা, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার উপিন্দর সিং এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ট্রাফিক আধিকারিকরা।

অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য রবিন্দর গোয়েল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার মিশ্রের সঙ্গে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নতুন লাইন, ডাবলিং, তৃতীয় লাইন, সড়ক ওভার ব্রিজ, যাত্রী সুবিধার কাজ ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি সময়মতো শেষ করার উপর জোর দেন। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়েও এদিনের এই বৈঠকে আলোচনা হয়।

এদিনের এই বৈঠকে রেল পরিচালনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন এবং নিরাপত্তা, সময়ানুবর্তিতা, মাল বোঝাই ও উপার্জনের ওপর বিশেষ জোর দেন। অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সার্বিক সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সময়মতো উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করার ওপর জোর দেন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মালবাহী ট্রেনের সর্বাধিক অনুমোদিত গতি বৃদ্ধি, নতুন লাইন এবং ডাবলিংয়ের কাজ শেষ করা, বিভিন্ন ট্র্যাফিক সুবিধার কাজ বহু ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার আগেই দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার নবান্ন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বি গার্ডেন ধর্মতলা রুটের একটি মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর এপ্রোচ রোডের ডিভাইডারে উঠে যায়। এই ঘটনায় বাসের দুজন যাত্রী আহত হন। তাদের মাথা ফেটে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক আধিকারিকরা। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। এরপর পুলিশ আটক করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয় বাসটিকে। ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। এরপর ট্রাফিক আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান রেষারেষির জেরেই এই দুর্ঘটনা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডোমজুড়ে ডাকাতিকাণ্ডে ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১১ই জুন ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় বিহার এসটিএফ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের যৌথ অভিযানের মাধ্যমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে আশা দেবী ওরফে চাচিকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে হাওড়ায় আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অপর এক অভিযুক্ত রবীন্দ্র সাহানিকে বিহারের বেগুসরাইয়ের বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে হাওড়া সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। চাচি ও রবীন্দ্র সাহানীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অবৈধ জলের সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়াতে জেলা পিএইচই বিভাগ জলের অবৈধ সংযোগ কেটে ফেলার তিন দিনের অভিযান শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবি মোড় থেকে হরিপুরের দিকে যাওয়া জাতীয় সড়ক ৬০-এ পাশে থাকা বিভিন্ন হোটেল ও কারখানায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ সংযোগ নেওয়া দোকান ও কারখানা মালিকদের আগামীকাল পর্যন্ত সংযোগ বন্ধ করার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই দিনে, রাস্তার পাশে অবৈধ সংযোগ নেওয়া হোটেলগুলিকে জেলা পিএইচই বিভাগের কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন। কেন্দা ওসিপি-র কাছে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছিল যে পাইপলাইন থেকে অবৈধভাবে জলের ট্যাঙ্কারে ভরে এলাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার সুমন কুন্ডু জানিয়েছেন, অবৈধ সংযাগের ফরে যেসব গ্রামীণ এলাকায় জল পৌঁছানো উচিত, সেখানে জল পৌঁছাচ্ছে না। আজকের অভিযানে প্রায় ২০টি হোটেল মালিক ও বাড়ীর মালিককে সতর্ক করা হয়েছে।

বৃষ্টির ঘাটতি, ধানের চারা রোপনে ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরশুমে দক্ষিণবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি ঘাটতি জেরে ধানের চারা রোপন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আগামি দিনে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বাজারে চালের জোগানেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে ব্যবসায়ী মহল। কৃষি দফতরের তরফ থেকে এবার খরিফ মরশুমে ৪১.৮৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষের লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ৫.৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান রোপন সম্ভব হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হলে খরিফ মরশুমে দক্ষিণবঙ্গে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো কঠিন হবে বলে কৃষিকর্তারা মনে করছেন। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি এখনও আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নয়। আগামী দিনগুলিতে ভালো বৃষ্টিপাত হলে ধান রোপনের লক্ষ্যমাত্রা সহজে অতিক্রম করা যাবে। তবে কৃষি দফতর পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। বিকল্প সেচের সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি রাখতে আগামী সপ্তাহে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা সেচ দফতরের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৯ জুলাই ২০২৪ ৩ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার

‘সব কা সাথ, সব কা বিকাশ’ ইস্যুতে শুভেন্দুর পাশে তথাগত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘সব কা সাথ, সব কা বিকাশ’ বাতিল-এর যে দাবি বুধবার তুলতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে, তাতে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। দলেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন বিরোধী দলনেতা। ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টায় নেমেছে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। এমন পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর পাশে দাঁড়ালেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। স্পষ্ট জানান, ‘বিরোধী দলনেতা যা বলেছেন তা ধ্রুব সত্য। বাকিটা রাজনীতি।’

বুধবার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে শুভেন্দু জানান, ‘আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম। আপনারাও বলেছেন, সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। আর বলব না।’ এরপর সুর চড়িয়ে শুভেন্দু বার্তা দেন, ‘বলব, হামারি সাথ, হাম উনকা সাথ। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। বন্ধ করো।’ এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে এও বলেন, ‘সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দাও।’ এমন বার্তা দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে শুভেন্দু এও বলেন, ‘সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের দখল নিয়েছে তৃণমূল। মেরুকরণ বুমেরাং হয়েছে বিজেপিতে। তাই বলতে হল সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দাও।’

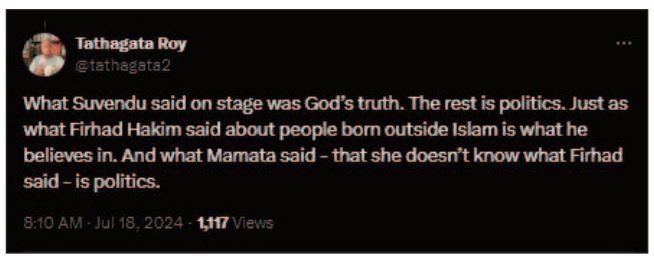

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্য শোনার পরই দলের অন্দরেই জলঘোলা শুরু হয়।

এমন পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছেন তথাগত। এক্স হ্যান্ডেলে তথাগত রায় লেখেন, ‘রাজনীতিতে সকলের সাহস থাকে না এতটা সত্যি এতটা জোরে বলার। শুভেন্দু অধিকারী দীর্ঘজীবী হোন।’ তথাগতবাবুর সংযোজন, ‘মঞ্চে শুভেন্দু যা বলেছেন, তা ধ্রুব সত্য। বাকিটা রাজনীতি।’ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ফিরহাদ হাকিম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। এই প্রসঙ্গে তথাগত এও বলেন, ‘উনি তো কী বলেছেন পরে ব্যাখ্যাও করেছেন। তবে আমার ব্যাখ্যা, নরেন্দ্র মোদি সব কা সাথ, সব কা বিকাশ যে বলেছেন, তা তো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বলেছেন। গোটা ভারতের মানুষকে উদ্দেশ্য করে। তবে সেটার প্রয়োগ ভারতের প্রত্যেক কোণায় আলাদা হতে হবে। হতেই হবে। গ্রাউন্ড রিয়ালিটি বিবেচনা করেই প্রয়োগ করতে হবে।’ পাশাপাশি তথাগতর সংযোজন, ‘এই স্লোগানের প্রয়োগ বাংলায় যা হবে, তামিলনাড়ু বা গুজরাতে একরকম হবে না।’ তিনি বলেন, ‘শুভেন্দু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নেতা। তাই পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবটাকে মাথায় রেখেই এ কথা তিনি বলেছেন। এরসঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের কোনও বিরোধ নেই।’ একইসঙ্গে তথাগত রায় এও ব্যাক্ষা করেন, ‘শুভেন্দু কোনও ভোটের অঙ্কে বলছেন না। শুভেন্দু যা বলেছেন, তা সত্য ও উনি বিশ্বাস থেকে বলেছেন।’ একইভাবে শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংও।

প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভায় বঙ্গে বিজেপির ভরাডুবির পর থেকে নাম না করে বারবার শুভেন্দুদের নিশানা করেছিলেন তথাগত। অভিযোগ করেছিলেন, অর্থ এবং নারীর নেশায় বুদ বিজেপি নেতৃত্ব। এর বিনিময়ে ভোটের টিকিট বিলি হয়েছে। এর মাঝে হঠাৎই তিনি শুভেন্দুর পাশে দাঁড়ানো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শ্যামাপ্রসাদের পরই শুভেন্দুকে বসালেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে কয়েকটি মন্তব্য করার পর থেকেই ঘরে বাইরে প্রবল বিতর্কের মুখে শুভেন্দু অধিকারী। এমনই এক আবহে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শুধু দাঁড়ালেনই না, তাঁর দরাজ প্রশংসাও শোনা গেল প্রাক্তন সাংসদের গলায়। বুধবার যে বক্তব্য রেখেছিলেন শুভেন্দু তাতে তাঁকে ২০০ শতাংশ সমর্থন করছেন বলে উল্লেখও করেন অর্জুন। এখানেই শেষ নয়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরেই বাংলায় এমন এক ‘দাপুটে’ হিন্দুকে দেখছেন বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠক ছিল এদিন। সেই বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, ‘আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সব কা সাথ সবকা বিকাশ। এই কথা আর বলব না, বলব যো হামারি সাথ হাম উনকা সাথ। সবকা সাথ সবকা বিকাশ বনধ্ করো। নো নিড সংখ্যালঘু মোর্চা।’ এই বক্তব্যের পরেই শুরু হয় বিতর্ক। এই বক্তব্যের পরেই রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এই বক্তব্যের বিরোধীতা করেন।

তবে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘আমি ২০০ শতাংশ সমর্থন করছি। শুভেন্দু অধিকারী তো সঠিক কথাই বলেছেন। কেন্দ্র সরকার কোনও বিভেদ করেনি কখনও। সকলকে একভাবে সাহায্য করে। কিন্তু সাহায্য করার পর দেখছি কেউ কেউ ফিলিস্তিনি ঝাণ্ডা লাগাচ্ছে। সংসদে ‘জয় প্যালেস্টাইন’ বলছে।’ এখানেই শেষ নয়, অর্জুন এও বলেন, ‘আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখিনি, যিনি

বাংলাকে বাঁচিয়েছিলেন। তবে তারপর প্রথম কোনও বাঙালি হিন্দু সাহস করে বাংলার সঠিক অবস্থা নিয়ে একথা বললেন।’

তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে ‘বাঘের বাচ্চা’ বলেও উল্লেখ করেন। অর্জুন বলেন, ‘আমি বাঙালি হিন্দু হিসাবে ২০০ শতাংশ শুভেন্দু অধিকারীকে সমর্থন করছি। বাংলাকে বাঁচাতে গেলে শুভেন্দু অধিকারীর পথে এগোতে হবে। বাংলাকে বুঝতে হবে। অত লিবারেল হলে আপনারা বাঁচতে পারবেন না।’

অভিষেক মামলায় আদালতে ভর্ৎসনার মুখে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম ইডির কয়লা পাচার মামলায় তলবের বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে ইডি। ২০২২ সালের ১৭ মে বলা হয়েছিল কোনও কোঅ্যার্সিভ অ্যাকশন নেওয়া যাবে না আবেদনকারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তদন্ত এবং তলবও করা যাবে না। তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, জানতে চান বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী।

জবাবে ইডির আইনজীবী জানান, আগামী শুনানিতে সমস্ত তথ্য তাঁরা দেবেন কোর্টকে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৭ মে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছিল, কয়লা মামলায় কোনও কোঅ্যার্সিভ অ্যাকশন নেওয়া যাবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবং তাঁকে দিল্লির বদলে কলকাতায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

এদিন অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকায়, তাঁদের তরফে বাড়তি সময় চাওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁদের তরফে জানানো হয়, ১৭ মে-র পর ফের তলবই করা হয়নি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরা জানান, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে তাঁর মক্কেলের তরফে। পরবর্তী শুনানি ৩১ জুলাই।

রাজ্য পোলট্রি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের ধর্মঘটের জের, মহার্ঘ্য হতে চলেছে মুরগি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুদিন ধরেই সবজির বাজার আগুন। অত্যন্ত সাধারণ সবজি যা প্রতিদিন প্রয়োজন হয় আম-বাঙালির তা কিনতে রীতিমতো হাতে ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে আমজনতাকে। দাম এতটাই বেড়েছিল যে তা নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এদিকে অনেককে সবজি কেনা কমিয়ে মাছ-ডিম-পোলট্রিতে ঝুঁকতে দেখা গিয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে বাজারের হাল আরও খারাপ হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুরগি পরিবহণ বন্ধ থাকবে। যার ফলে মুরগির জোগানে টান পড়ার আশঙ্কা। শুধু তাই নয়, এক ধাক্কায় বাড়তে পারে মুরগির দামও।

এই ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে পুলিশি জুলুমবাজি, অন্তত এমনটাই জানাচ্ছে রাজ্য পোলট্রি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। একইসঙ্গে তাদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পোলট্রি ফার্ম থেকে মুরগি বাজারে আনার জন্য সাড়ে চার হাজারের বেশি গাড়ি রয়েছে যেগুলো সংগঠনের তালিকাভুক্ত। ওই গাড়ি করে মুরগি আনার সময় রাতের অন্ধকারে পুলিশি জুলুমের মুখে পড়তে হয় চালকদের। নিয়মিত ৫০০ টাকা আদায় যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই অভিযোগ। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানায় এলাকায় এক খালাসি পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছে বলে শোনা যায়। অভিযোগ, তিনি ১০০ টাকা দিতে চাইলে তাঁকে নিগ্রহ করা হয় বলে। মারধরের জেরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এর পরই পুলিশ-প্রশাসনে বিষয়টি জানায় সংগঠন। তার পর ৭ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও উত্তর মেলেনি বলেই দাবি। এরপরই ধর্মঘটের ডাক দেয় সংগঠন। তাঁদের দাবি, পুলিশি জুলুম বন্ধ করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে।

ডায়মন্ড হারবারে নির্বাচন বাতিলের আর্জিতে মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিলের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা। পাশাপাশি পুনরায় নির্বাচনের আবেদনও জানানো হয়। বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস।

আদালতে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিজিৎ দাস এদিন অভিযোগ করনে, বহু জায়গায় ইভিএম-এ বিজেপির প্রতীক ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে বহু বুথে সিসিটিভির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে সিসিটিভির ফরেনসিক পরীক্ষারও দাবি জানানো হয়েছে মামলায়। একইসঙ্গে মামলাকারীর বক্তব্য, ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। দেওয়া হয়েছে হুমকিও। গণনাকেন্দ্রে ঢুকে বিজেপির এজেন্টদের মারধরের অভিযোগও করেছেন অভিজিৎ দাস।

এদিকে ডায়মন্ড হারবারে ভোটের দিন নানা জায়গায় এই

অভিজিৎ দাস অর্থাৎ ববিকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। তখনই ডায়মন্ড হারবারের ৪৭০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের আবেদন করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। প্রচুর ছাপ্পা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ববি। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, ভোট শান্তিপূর্ণই হয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রে।

২০২৪-এর আগে ২০০৯ ও ২০১৪ সালেও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়েছেনে অভিজিৎ দাস। এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তবে ভোটের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রে প্রায় ১০ লক্ষ ভোট পেয়েছেন। বিজেপির ববির সঙ্গে ভোটের ব্যবধান প্রায় ৭ লক্ষের কাছাকাছি।

এদিকে ভোটে বিজেপি হারার পর দলের তরফে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারে। হারের কারণ খুঁজতে গিয়ে দলের কর্মীদের একাংশেরই ক্ষোভের মুখে পড়েন। এই বিক্ষোভের ঘটনায় নাম জড়ায় ববির। তাঁর ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। তাঁকে শোকজ করেছিল দল। দলবিরোধী কাজের জন্য শোকজের চিঠি ধরিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ৮ পাতার জবাবও দেন বলে জানা যায়। এবার সেই ববিই গেলেন উচ্চ আদালতে।

শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্ত জানাতে কতদিন পর্ষদের থেকে জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনলাইনে বদলির আবেদন জানানোর জায়গা, রাজ্যের ‘উৎসশ্রী পোর্টাল’ বন্ধ থাকায় সম্প্রতি অফলাইনে বদলির আবেদনে মান্যতা দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত এক মামলায় এও জানানো হয়, এবার থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অফলাইনে বদলির আবেদন জানাতে পারবেন। কিন্তু এই বদলির আবেদন জানানোর কত দিনে পর্ষদ তা বিবেচনা করবে, কতদিনের মধ্যে আবেদনকারীদের বদলি নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে, এবার এই ব্যাপারে পর্ষদের কাছে সরাসরি জানতে চাইল আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, এক শিক্ষিকার আপোষ বদলির আবেদন মামলায় এনিয়ে পর্ষদের কি গাইডলাইন রয়েছে, সময়সীমাই বা কি হবে, বৃহস্পতিবার তা জানানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তাঁর নির্দেশ, একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা পর্ষদের কাছে বদলির আবেদন জানানোর কত দিনে তাঁকে সিদ্ধান্ত জানানো হয়, তা গাইডলাইন-সহ পর্ষদকে জানাতে হবে।

এদিনেই এই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী সুদীপ ঘোষ চৌধুরী জানান, ‘সম্প্রতি প্রাথমিকের মামলাগুলি শুনছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তাঁর এজলাসে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক বদলি সবই বিচার্য ছিল। সেসময় দীর্ঘদিন ‘উৎসশ্রী পোর্টাল’ বন্ধ থাকায় অফলাইনে বদলির আবেদনে আইনি বৈধতা দেন বিচারপতি মান্থা।’ আইনজীবী আরও জানান, ‘পুতুল সিট নামে পুরুলিয়ার এক শিক্ষিকা ২ জুলাই পর্ষদের কাছে আপোষ বদলির আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনও সিদ্ধান্তই তাঁকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।’

যদিও আদালতে পর্ষদের আইনজীবী রাতুল বিশ্বাস জানান, ‘এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য পর্ষদকে যথাযথ সময় দেওয়া হয়নি। পর্ষদকে সেই সময় দেওয়া হলে তারা সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে।’ তার প্রেক্ষিতেই এই বদলির সময়সীমা নিয়ে পর্ষদের কাছে কি গাইডলাইন রয়েছে তা জানতে চায় আদালত। পর্ষদের আইনজীবী জানান, ‘এই বিবেচনার জন্য পর্ষদের নির্দিষ্ট কোনও ‘টাইম লিমিট’ নেই।’ তাঁর উত্তর ধরেই বিচারপতির মন্তব্য, ‘কোনও সময়সীমা বা গাইডলাইন না থাকলে কত দিন শিক্ষক-শিক্ষিকারা এভাবে হয়রানির শিকার হবেন!’ তাই পর্ষদের কাছে সময়সীমা-সহ গাইডলাইন তলব করে, প্রয়োজনে নিজেদের ওয়েব সাইটে সিদ্ধান্ত জানানোর পরামর্শ দিয়েছে আদালত।

জামাল সর্দারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ বনদফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোনারপুরের তৃণমূল নেতা জামালউদ্দিন সর্দারের বিরুদ্ধে এবার আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে বনদফতর। কারণ, জামাল সর্দারের বাড়ির সুইমিং পুলে পোষা হয়েছে কচ্ছপ। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই কার্যত নড়েচড়ে বসে বনদফতর।

এদিকে বাড়িতে কচ্ছপ পোষা বেআইনি। কার অনুমতি নিয়ে তিনি সুইমিংপুলে কচ্ছপ পুষছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপর বাড়িতে কচ্ছপ উদ্ধার করতে বুধবার রাতেই বনদফতরের ডিএফও মিলন মণ্ডলের নির্দেশে বারুইপুর রেঞ্জ অফিস থেকে একটি ৬ সদস্যের দল প্রথমে সোনারপুর থানায় যায়। তারপর জামাল সর্দারের বাড়ি। তাঁদের হাতে ছিল জাল ও কচ্ছপ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য সামগ্রী।

যদিও রাত দশটা থেকে প্রায় সাড়ে এগারোটা অবধি অপেক্ষা করার পর ফিরে যান তাঁরা। কারণ জামাল সর্দারের ‘রাজপ্রাসাদের’ গেটে তালা দেওয়া ছিল। ফলে কচ্ছপ উদ্ধার করাও যায়না। এরপরই, বনদফতরের আধিকারিক জামাল সর্দারের বিরুদ্ধে ‘ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন’ ধারায় মামলা রুজু করা হবে বলে জানান। বনদফতর সূত্রে খবর, জামালের বাড়িতে যে কচ্ছপ দেখা গিয়েছে তার বিজ্ঞান সম্মত নাম ‘ইন্ডিয়ান সফট শিল্ড টারটেল’। বেআইনিভাবে এই কচ্ছপ বাড়ির সুইমিংপুলে রাখার জন্য সর্বোচ্চ তিন থেকে সাত বছরের জেল ও ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানা হতে পারে বলে জানান ডিএফও মিলন মণ্ডল। শুধু কচ্ছপ পুষেই বিপাকে পড়েননি সোনারপুরের ‘শাহজাহান’। একইসঙ্গে জামালের বিরুদ্ধে উঠেছে খুনের অভিযোগও। ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত্যু হয়েছিল হারান অধিকারী নামে এক ব্যক্তির। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারে মৃত্যু হয় হারানের।

আড়িয়াদহ দোলপিড়ি মোড়ে টাকা নিয়ে টোটো ‘রুট চালু’ করে জয়ন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আড়িয়াদহ কাণ্ডে অভিযুক্ত জয়ন্ত ও রাহুলের আরও কীর্তি এল প্রকাশ্যে। আড়িয়াদহ দোলপিড়ি মোড় এলাকায় নতুনভাবে টোটো রুট চালু করে জয়ন্ত সিং ও রাহুল গুপ্তা। আর এই রুটে টোটো স্ট্যান্ডে টাকা নিয়ে রুট দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে জয়ন্তের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, টাকা নিয়ে টোটো স্ট্যান্ড তৈরি ও টোটো থেকে রোজ চাঁদার নামে টাকা তোলার অভিযোগও রয়েছে এই জয়ন্ত ও রাহুলের বিরুদ্ধে। জয়ন্তের ছত্রছায়ায় থাকা টোটো চালকেরা হুমকি ও অত্যাচার চালাতো স্থানীয় রিকশা চালকদের ওপরেও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারহাটি রুটে অটো চালকদের মূল আতঙ্ক ছিল জয়ন্ত সিং। আড়িয়াদহের এই টোটো স্ট্যান্ডের সভাপতি ছিল রাহুল গুপ্তা। টোটো চালকদের অভিযোগ, প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ টাকা করে চাঁদা হিসেবে নিতেন জয়ন্তের ঘনিষ্ঠ রাহুল গুপ্তা।

আড়িয়াদহ দোলপিরি মোড় এলাকায় রয়েছে বহু পুরনো রিক্সা স্ট্যান্ড। সেখানে টোটো স্ট্যান্ড পরিচালনা করত জয়ন্ত। রিকশা চালকদের অভিযোগ, এরপর থেকেই জয়ন্ত সিংয়ের দাপটে টোটো চালকরা, রিকশা চালকদের উপর অত্যাচার শুরু করে। আতঙ্কে মুখ খুলতে ভয় পেতেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, জয়ন্ত সিং গারদে যাওয়ার পর অটো চালককে মারধরের অভিযোগ উঠে এল জয়ন্তর আরেক শাগরেদ রঞ্জিত চৌধুরীর বিরুদ্ধেও। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন আগে এক আটো চালককে মারধর করেছিলেন রঞ্জিত। পুলিশকে জানানোর পরও রঞ্জিতের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জয়ন্ত এবং তার শাগরেদের দাপাদাপিতে বেআইনি অটোচালকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ফলে যারা সরকারকে উপযুক্ত ট্যাক্স দিয়ে ওই অঞ্চলে অটো এবং টোটো নিয়মিতভাবে চালান তাঁরা আতঙ্কিত।

শনি-রবিতে দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে বুধবার থেকেই কমতে শুরু করেছে বৃষ্টির পরিমাণ। শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দেখা গিয়েছে। তবে অস্বস্তি এতটুকুও কমেনি। তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রাবণের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নতুন নিম্নচাপ। নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে মূলত উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায়। এটি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলে অবস্থান করবে। যার ফলে চলতি সপ্তাহের শেষেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। যার জেরে শনিবার দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার একুশে জুলাই। ওই দিন বড় সমাবেশ রয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। রবিবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে কলকাতায়। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে।

রাজ্যের তৈরি কমিটি নিয়ে তরজা শাসক-বিরোধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন তিন ফৌজদারি আইন পর্যালোচনা করতে একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। বুধবার এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানোও হয় ওই সাত সদস্যের কমিটিতে কারা রয়েছেন। এই কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার রায়। এ ছাড়াও রয়েছেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং আইনজীবী সঞ্জয় বসু। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে সেই কমিটিকে বেআইনি বলে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে শুভেন্দু লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৪-এর ১৬ জুলাই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম সংশোধনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। এই আইনগুলি ১ জুলাই থেকে দেশে কার্যকর হয়ে গিয়েছে। রাজ্য স্তরে এই আইনের নাম পরিবর্তন করা দরকার কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখবে কমিটি।’ সঙ্গে এও লেখেন, ‘এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য নয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধু বেআইনিই নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রীয়

পরিকাঠামোর পরিপন্থী। সঙ্গে এই প্রচেষ্টা ভারতের সংসদ ও ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। নতুন আইনের প্রতিটি দিক নিয়ে প্রায় চার বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে জড়িয়ে থাকা অংশের সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ভারতে খুব কম আইন নিয়েই এত দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।’ এখানেই শেষ নয়, বিরোধী দলনেতা এই প্রসঙ্গে এও লেখেন, ‘সংসদের উচ্চ এবং নিম্ন কক্ষে এই বিলগুলি পাশ করার পর ২০২৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনটি ফৌজদারি বিলে সম্মতি দিয়েছেন।’ তিনি আরও লেখেন, ‘সংসদে একবার পাশ করা আইন পর্যালোচনা করার অধিকার এবং ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। একটি প্রাদেশিক সরকারের প্রধান হিসাবে তিনি তাঁর সীমা অতিক্রম করছেন।’

শুভেন্দুর এই পোস্টের জবাবে চন্দ্রিমা বলেন, ‘সংবিধানের ২৪৬ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেই ওই কমিটির গঠন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কনকারেন্স লিস্টের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের হাতেই আইন করার অধিকার রয়েছে। আর আমরা কোনও পরামর্শ দিলে তার বিবেচনা তো রাষ্ট্রপতি করবেন। কিন্তু শুভেন্দুবাবু তো বিরোধী দলনেতা, তাই হয়তো একটু বেশিই বোঝেন বা জানেন।’

সম্পাদকীয়

আর দেরি নয় — পরিবেশ বাঁচাতে কিছু না পারুন শুধু তাল ও খেজুর গাছ লাগান, পরিচর্যা লাগবে না

দীর্ঘ দহনে দগ্ধ ধরিত্রী। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। বন, বৃক্ষহীনতাই এর মূল কারণ। বেশির ভাগ বাড়িতেই ফল-ফুলের গাছ। পথের ধারে বট অশ্বত্থ বকুল কৃষ্ণচূড়াও লাগাচ্ছেন কেউ কেউ। কিন্তু একটা গাছ সক্ষম সাবালক হতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। তত দিন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সময়, ধৈর্য নেই কারও। কিন্তু এমন কিছু গাছ আছে, যারা নিজেই বাঁচে নিজেই বাড়ে। রক্ষণাবেক্ষণের তেমন প্রয়োজন নেই। লাগানো খুব সহজ। বীজ ছড়ালেই হয়। যেমন; খেজুর আর তালগাছ। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এগুলি। কারণ, এখন এই গাছ কেউ লাগায় না। আগে ডাঙা-ডহর পুকুরের পাড় ভরা ছিল এই গাছে। এখন সব কেটে জমি হচ্ছে, পুরনো মাটির রাস্তা পাকা হচ্ছে। গ্রামীণ জীবনে আগে তালগাছ অপরিহার্য ছিল। মাটির ঘরের কাঠের প্রয়োজনীয়তার পনেরো আনাই পূরণ করত তালগাছ। জ্বালানির জন্য লাগত তালপাতা, কাঠ। তালের ডিঙিতে মাছ ধরা, ছোট নদী পারাপার, নালার উপর তালের সাঁকো, পুকুরে ঘাটেও তালের গুঁড়ি! তালপাতার পাখা, চাটাই, তালাই, ছাতা, মাথার টোকা কত কী তৈরি হত। খাদ্য হিসাবেও তালের বিবিধ ব্যবহার ছিল। তালশাঁস, তালরস। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে তাল ফুলুরি, তালের লুচি, তালের বড়া। গ্রামে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন। অথচ, বলা হয় তালশাঁস, পাকা তালের রস নানান পুষ্টিগুণে ভরা। ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস-সহ নানা খনিজ ও ভিটামিনের ভান্ডার। তালরসের মিছরি শিশু, বৃদ্ধদের জন্য অমৃতসমান। রাস্তা, বসতবাড়ির পাশের পতিত জমিতে তাল, খেজুর গাছ রোপণ করে গ্রামীণ জনগণের বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি করা ছাড়াও চিনি এবং গুড়ের ঘাটতি, মানুষের অপুষ্টিজনিত সমস্যার মোকাবিলা অনেকটাই সম্ভব। বাংলাদেশ এ বিষয়ে নানা পদক্ষেপ করছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে এই সব গাছই হয়ে উঠতে পারে আগামী দিনের কৃষি, কৃষক ও পরিবেশের পরম বন্ধু।

আনন্দকথা

গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান — আর মার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন :

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে;
জ্ঞান শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা;
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৮৯৯ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রজার বিনির জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের জন্মদিন।*

আজ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ

বাংলা নাটকের নবযুগের প্রবর্তক

সিদ্ধার্থ সিংহ

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওরফে ডি এল রায় মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন নাটকের জন্যই।

প্রহসনকার হিসেবেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। প্রহসন রচনার কারণ সুরুচিপূর্ণ বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিবেশন। তাঁর নিজের কথায়, 'প্রথমত প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই' (আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ পূর্বোক্ত)।

তাঁর প্রথম রচনা 'একঘরে'। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিলেত থেকে দেশে ফেরার পরে বিনা প্রায়শ্চিত্তে হিন্দুসমাজ তাঁকে গ্রহণ করেনি। সমাজের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্রের মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এই রচনায়।

নাট্যকারের মতে, 'ইহার ভাষা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার। ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন।' তাঁর পরবর্তী প্রহসন 'কল্কি অবতার'-এ নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল, পণ্ডিত ও বিলাত ফেরত — এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন তিনি। নাটকের সংলাপগুলি সমিল গদ্যে লেখা। প্রহসনটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কৌতুকচিত্রের সমষ্টিমাত্র।

'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনটি 'বহুত আচ্ছা' নামে ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। এখানে আছে বিলাত ফেরত সমাজের 'অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার' বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বর্ষণ। এই প্রহসন রচনার ন'বছর পরে তিনি লেখেন 'পুনর্জন্ম'। এখানে এক কৃপণ, নির্মম ও স্বার্থপর সুদখোরের হাস্যকর পরিণতি দেখানো হয়েছে। নাট্যকার ভূমিকায় জোনাথন সুইফটের কাছে কাহিনিঋণ স্বীকার করেছেন।

প্রহসনের পাশাপাশি একের পর এক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক লিখে তিনি বাংলা নাটককে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

যদিও বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে কবি হিসেবে। বাংলা কবিতায় আনতে চেয়েছিলেন ইন্দ্রিয়াবেগের প্রত্যক্ষ স্ফূর্তির সঙ্গে সামাজিক বাস্তববুদ্ধি। বাংলা কবিতায় ইংরেজি শব্দ বসিয়ে মৌখিক রীতি প্রবর্তনেও এঁর কৃতিত্ব দেখা যায়।

সেই কৃতিত্ব ধরা পড়েছে তাঁর* লেখা 'একঘরে', 'কল্কি-অবতার', 'বিরহ', 'সীতা', 'তারাবাঈ', 'দুর্গাদাস', 'রাণা প্রতাপসিংহ', মেবার পতন', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সিংহল-বিজয়' নাটকগুলির মধ্যেও।

তাই তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার এবং ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। তিনি 'ভারতবর্ষ' নামক একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। বিদেশে পড়ার সময় পাশ্চাত্য নাট্য ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। এবং তিনি যখন নিজে নাটক লিখতে শুরু করেন তখন সেই পাশ্চাত্য আঙ্গিক বাংলা নাটকেও প্রয়োগ করতে থাকেন।

তাঁর সৃষ্ট নাটক সাহিত্যরূপে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও তাদের উৎকর্ষ সমধিক। নাট্য সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান প্রধানত ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে। তা ছাড়া উনিশ শতকের বাংলাদেশে নবচেতনার বিকাশে তাঁর নাটকগুলির ভূমিকা ছিল অসামান্য।

তাঁর নাটকগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন
(১) ঐতিহাসিক নাটক —'সোরাব রুস্তম' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) প্রভৃতি।
(২) সামাজিক নাটক — 'পরপারে' (১৯১২), 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) প্রভৃতি।
(৩) পৌরাণিক নাটক — 'পাষাণী' (১৯০০), 'ভীষ্ম' (১৯১৪) প্রভৃতি।
(৪) প্রহসন — 'ত্র্যহস্পর্শ' বা 'সুখী পরিবার' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১), 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২) প্রভৃতি।
তাঁর লেখা নাটকের বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে —
ক) আর কেন মিছে আশাখ,
খ) ঘন তমসাবৃত অন্তর ধরণী,
গ) আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
ঘ) ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে।

দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রকৃত অর্থে বাংলা নাটকের নবযুগের প্রবর্তক বলা যায়। বাংলা নাটকে আধুনিকতার প্রথম স্রষ্টাই তিনি। তিনি জাতির স্বদেশ প্রেমের হৃদস্পন্দন বুঝতে পেরেছেন এবং তা যথাযথ প্রকাশ করেছিলেন নাটকে। তাঁর নাটকের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংকুল কাহিনি ও বিন্যাস পাঠক ও দর্শকদের মনকে টানটান উত্তেজনায় ভরিয়ে রাখে। আর এখানেই তাঁর নাটকের সার্থকতা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে সংগীতের ব্যবহারও একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। একাঙ্ক নাটকের মতো বাংলা নাটকে একক সংলাপ তিনিই প্রথম এত সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁর নাটকের ভাষা অপরূপ সমৃদ্ধ, তার তীক্ষ্ণ আবেগ ও ভাব উচ্ছ্বসিত, যা মুহূর্তের মধ্যেই পাঠক ও দর্শকদের হৃদয়কে ভরিয়ে তোলে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবিস্মরণীয় অবদান বাংলা নাট্য ধারাকে বিপুল প্রসারিত করে যে আবহমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এসে সেই নাট্য চেতনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও উৎকৃষ্ট করেছিলেন।

তাঁর আগে বাংলা নাটকে মূলত, প্রহসন, ব্যঙ্গধর্মীতা, পৌরাণিকতা, সামাজিকতা ও সামান্য কিছু ঐতিহাসিক নির্ভর কাহিনি আমাদের একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাঁর আসার আগে ঐতিহাসিক নাটক বলতে একমাত্র কৃষ্ণকুমারী ও গিরিশচন্দ্রের দু'-একটি গৌণ নাটক ছাড়া আর কোনও নাটকই লেখা হয়নি।

তবে দ্বিজেন্দ্রলালও সাহিত্য জীবনের প্রথমে পূর্বসূরী নাট্যকারদের মতো রঙ্গব্যঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর 'পাষাণী', (১৯০০), 'সীতা (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪) — এই তিনটি পৌরাণিক নাটক পুরাতন ইতিবৃত্তকে নতুন করে তুলে ধরল। এই তিনটি নাটকের ঘটনা সংস্থাপণে ও চরিত্র রূপায়ণে তিনি কিছুটা মৌলিক ঘরানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র তো উপন্যাসের চরিত্র নয় যে, নাট্যকার ইচ্ছেমতো বদল ঘটাতে পারবে। ফলে ঘনীভূত নাট্যরস পরিবেশনে কখনও কখনও শিথিল হওয়ায় তা দর্শক মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তবে তাঁর সীতা নাটকটি শিশির কুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয়ে বেশ কিছুকাল দর্শক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

তাঁর ইতিহাস নিঃসৃত কাহিনি মূলত নেওয়া হয়েছে মুঘল যুগ এবং হিন্দু যুগের ইতিবৃত্ত থেকে। মোঘল রাজপুতের বা হিন্দুর সংঘাত দ্বন্দ্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে, আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। হিন্দু যুগের ইতিহাস যেমন ত্যাগ তিতিক্ষা, আত্মসমর্পণ, প্রেম, ভক্তি, কৃচ্ছ্রসাধন আত্মকলহ, পারস্পরিক অনৈক্য ও অবিচ্ছেদ্য ভাবনা। অন্য দিকে তেমনি মোঘলদের মধ্যে অবিশ্বাস, স্বজন রক্তে হোলি খেলা, ষড়যন্ত্র, ভ্রাতৃহরণ, পিতৃদ্রোহিতা, ব্যভিচারী রাজবিলাস ও কুৎসিত সিংহাসন পিপাসা ঘটনা সর্বস্ব ইতিহাসের অনন্ত তথ্যের আকর থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর মনমতো রস সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ নাটকেই মোঘল রাজপুতের সংঘর্ষ, উত্থান, পতন এবং রাজপুত বীরত্বের প্রতি আকর্ষণই তাঁর মূলধন হয়ে উঠেছিল।

তার আবেগ, কল্পনার গতি, ভাষার জাদুকরী মোহ এই ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে অনেকখানি কাব্যময় করে তুলেছিল। তাই সেই স্বদেশবোধের উষ্ণ পরিমণ্ডলে তাঁর

অর্জন করেছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মানসিক ভাবে কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রানা প্রতাপ সিংহ এক আপসহীন মনোবল, দুর্নিবার সংকল্প, কঠোর অধ্যবসায় ও জাতীয় প্রেম বাৎসল্য করে নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রানা প্রতাপসিংহ নাটকে তিনি এই কথাটাই জোরালোভাবে বলেছেন।

দুর্গাদাসে পাই অনমনীয়, দৃঢ় চরিত্র, নির্লোভ মানবিকতা ও স্বদেশ বোধের এক বিরলতম দৃষ্টান্ত।

শাজাহান নাটকে এক পারিবারিক লোভাতুর নির্লজ্জ আত্মসংহারকে কেন্দ্র করে জীবনের মূল্যবোধ ধ্বসে যাওয়ার ট্র্যাজেডি মূল্যায়িত হয়েছে। পিতা পুত্র ভ্রাতা চিরন্তন বিশ্বাস হারিয়ে কোন বিষাক্ত ঘটনাবর্তের শিকার হল তার করুণ ক্রন্দন এই নাটকে।

নূরজাহান নাটকে নারীর স্বভাব ধর্মের সঙ্গে তার বিষাক্ত ক্ষমতালিপ্সার যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, তা এক বিষাদঘন পরিণতির চিত্র হয়ে উঠেছে।

এ কথা স্মরণীয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিরাট মানচিত্র নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন তাঁর মধ্যে সেক্সপিয়রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্য ভাবে এসে গেছে। যদিও সেক্সপিয়রের সেই অসাধারণ মানব চরিত্র, তার অসহায় নিয়তি, নিহিত রূপ এবং কাল পরিমাপহীন নিখিল মানবআত্মার অন্তর্ভেদী হাহাকার তাঁর নাটকে পরিতৃপ্ত হয় না। তবুও আমাদের বাঙালি জীবনের সীমিত পরিসরের আনাচে কানাচে যে টুকরো টুকরো ইতিহাস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তা আবেগদীপ্ত মানবিক রসের সংমিশ্রণে কেমন শিল্পরসে পরিণত হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ইতিহাসের মর্মর পাথরে শাজাহান নূরজাহানের স্নেহ প্রেম হিংসা কলহের নিরন্তর সংঘাতে এক নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে। জমাট বাঁধা অশ্রু বেদনাই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের এক সামগ্রিক মূল্যায়ন। এ দিক দিয়ে বাংলা নাটকে কিন্তু

বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর নাটক এক সময় এত জনপ্রিয়তা

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে মন্দির, রাস্তাঘাট, স্টেশন পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে মন্দির এবং রাস্তাঘাট ও স্টেশন পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ডিএম মুক্তা আর্য, বিধায়ক করবী মান্না, বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, এসপি কামনাশিস সেন সহ আধিকারিক বৃন্দ। আসন্ন তারকেশ্বর শিবতুত্ব ধামে মালা উপলক্ষে রাজ্য প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রস্তুতির পর্ব সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জেলা ডিএম অফিসে মিটিং হয়েছে। বৃহস্পতিবারও হরিপাল বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে মিটিং হল। তার আগে তারকেশ্বর সং চত্বর থেকে শুরু করে মন্দির চত্বর বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড নিমাই তীর্থ ঘাট সহ ছ'টি আরও ছটি ঘাট পরিদর্শন করা হল। বৃহস্পতিবার বৈঠকে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হল তা হল বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট সহ সমস্ত ঘাট থেকে ওরে বাবার মাথায় জল ঢালা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে যাত্রীরা জল ঢালতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন-তারকেশ্বর বৈদ্যবাটি রোড-সহ পাশাপাশি সমস্ত রোডকে সংস্কার করা, গঙ্গার ঘাটে জল তোলার সময় কোনওরূপ দুর্ঘটনা না হয়, তারজন্য সেচ দপ্তরের মাধ্যমে নজরদারি এবং জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া এবং এলাকাকে সুন্দর রাখা।

মিটিং থেকে রেল দপ্তরের আরপিএফ এবং প্রশাসনকে জানানো হয়েছে প্রতিটি রেলগেটে জেটি দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করেন তার দিকে নজরদারি রাখা এবং হাওড়া স্টেশনে শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটি স্টেশনে নামার জন্য নির্দেশ দেওয়া এবং তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে ঘাটের দিকে পৌঁছে দেওয়া। এই শ্রাবণ শ্রাবণী মেলায় কোনও রূপ প্লাস্টিকের দ্রব্য ব্যবহার হবে না অবশ্যই কাগজের এবং শালপাতার মাধ্যম দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সেবা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাবার খাওয়ার পর সেই সমস্ত বর্জ্য দ্রব্য যাতে জায়গায় ফেলা হয় তার জন্য প্রতিটি জায়গায় বর্জ্য ফেলার জায়গা করতে হবে। নির্মল মিশন বাংলা মাধ্যম দিয়ে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রতিটি পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাম্প করতে হবে অ্যাম্বুল্যান্স সহ এবং রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো লাগাতে হবে। এর জন্য তিনটি শেষে ক্যাম্পের মাধ্যম দিয়ে নজরদারি রাখা হবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে।

পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যম দিয়ে আধঘণ্টা অন্তর শনি ভোর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত ৫০টি বাস সাঁতরাগাছি, বর্ধমান সহ সব বিভিন্ন রুটে চালানো হবে। প্রয়োজনে বাস ধর্মতলা পর্যন্ত যাবে।

রেল দপ্তরের ও জেলা ডিএমকে জানানো হয়েছে যেহেতু ঘণ্টায় ১৫ হাজার লোক যাতায়াত করেন সেই তুলনায় ট্রেন দিয়ে ফিরতে পারেন মাত্র ৩ হাজার লোক। এই সভায় এবং পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ডিএম, এসপি সহ করবী মান্না, রামেন্দু সিংহরায় সহ সর্বস্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যকে বেধড়ক মারধরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোড় পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য দেবনাথ পাত্রকে বেধড়ক মারধরের প্রতিবাদে সিঙ্গুর থানায় বিক্ষোভ বিজেপির। মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে হবে এই দাবিতে সিঙ্গুর থানার চত্বরে বসে পড়ে চলে বিক্ষোভ, স্লোগান। বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার-সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর মা। গুরুতর আহত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দেবনাথ পাত্র বর্তমানে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গত ১৬ জুলাই রাতে বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাইপুকুর এলাকায় হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের তহবিল থেকে গত বছরের অনুমোদিত একটি আলোক স্তম্ভ নির্মাণের কাজ হচ্ছিল সেই কাজ কেমন হচ্ছে দেখতে যান স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দেবনাথ পাত্র। অভিযোগ, তখন এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। লাথি, চড়, ঘুষি সহ বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। আরও অভিযোগ, ছেলেকে মারধর করা হচ্ছে খবর পেয়ে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর মা। মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে সিঙ্গুর থানার চত্বরে চলছে বিজেপির বিক্ষোভ। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কর্মরত অবস্থায় খনি কর্মীর মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কর্মরত অবস্থায় খনি কর্মীর মৃত্যু। ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে। ঘটনা সূত্রের জানা যায় বুধবার রাতের শিফটে পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে ডিউটি করতে খনির নীচে নেমেছিলেন বছর ৫১'র শেখ শফিক। ডিউটি চলাকালীন হঠাৎ তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয় এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাকে খনির নীচের থেকে উপরে উঠিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পরিবারের লোকজন। মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বেশ কিছুক্ষণ খনি চত্বরে দেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু হয়। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ইসিএল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ ও চাকরির আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD

আর এন ঠাকুর রোড শাখা
৫, আর.এন. ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১২.০৪.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার: আব্দুল আজিজ মন্ডল,** পিতা- মধু মন্ডল, গ্রাম - পাথরদহ, দক্ষিণপাড়া, রূপদহ, পোস্ট ও থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১২৩, **জামিনদার ও বন্ধকদাতা: মেহরান বিবি,** স্বামী- মিরাজ বিশ্বাস, গ্রাম- দক্ষিণলশীগাছা, মল্লিকপাড়া, বৃত্তিহুদা, পোস্ট- তালিখুদা, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১২৩ আমাদের **আর এন ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর শাখা**র সঙ্গে -কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬০,৯২,৫৩৮.১৮ টাকা** (ষাট লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো আটত্রিশ টাকা এবং আঠার পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **১২ জুলাই, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৬০,৯২,৫৩৮.১৮ টাকা** (ষাট লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো আটত্রিশ টাকা এবং আঠার পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে"।

-: স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-

সম্পত্তি - ১ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল; প্লট নং আরএস - ১০৭৪ এলআর ১৫৩২ এ জমির পরিমাপ ০২ শতক এবং প্লট নং আরএস ১০৭৪.১৮১২, এলআর-১৫২৮-এ জমির পরিমাপ ০২ শতক মোট এলাকা ০৪ শতক খতিয়ান নং আরএস ৬৬ এলআর ১১৭২ বর্তমান এলআর ৩৩৫৭ অধীনে একতলা আবাসিক ভবন সহ এডিএসআরও চাপড়া তে রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৪০৫৪ বই নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ২৫৮ এবং ২৬৩, তারিখ ১৯.০৪.২০০৬ এডিএসআরও চাপড়াতে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নূরজাহান বিবির বাড়ি, দক্ষিণ- আলী কাদেরের সম্পত্তি, সংসার মণ্ডল, পূর্ব- সফিরুদ্দিন মণ্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম- গালিম/রাস্তা।
সম্পত্তি - ২ : মেহরান বিবি-র জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৪.২০ শতক - চাপড়া বালি মাঠ পাড়া গ্রামে অবস্থিত, পোস্ট- বাঙ্গালঝি, থানা- চাপড়া, মৌজা- চাপড়া, জে এল নং ৩৯ আরএস দাগ নং ২৭৪, এলআর দাগ নং ৪০৯, খতিয়ান আরএস ২৫১ এলআর-১৯২১ (কৃ) চাপড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, স্বত্ত্ব / উপহারের দলিল নং ১/১৪৩৫১ তারিখ- ১৩.১০.২০১৫ এর অধীনে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নূরজাহান বেগমের বাড়ি, দক্ষিণ- ৯' ০" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব - এইচ আর বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম - আমজাদ আলী সেখের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১২.০৭.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কৃষ্ণনগর — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একই গ্রামের ৩ যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: দুটি বাইকের মুখোমুখ সংঘর্ষে মৃত্যু হল একই গ্রামের তিন যুবকের। ঘটনায় গুরুতর জখম দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী সহ দু'জন। জখম দু'জনকেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার মুর্জাপুরে। মৃতদের নাম সঞ্জীব মণ্ডল (২২), ভাদু মণ্ডল (২১) ও শুভ মণ্ডল (২১)। তিনজনেরই বাড়ি মির্জাপুর। ঘটনার জেরে ট্রাফিক পুলিশের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

স্ত্রীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল যুবকের। রঘুনাথগঞ্জের মির্জাপুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বামীর। স্ত্রী আশঙ্কাজনক।

এক বছর আগে বিয়ে করে স্ত্রীকে পড়াশুনা করিয়ে উচ্চশিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রঘুনাথগঞ্জের মির্জাপুরের যুবক শুভ মণ্ডল। কিন্তু ভাগ্য সাথ দিল না। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের স্ত্রীকে বাইকে করে চাপিয়ে স্কুল নিয়ে যাওয়ার পথে অপর প্রান্ত থেকে আসা বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারাতে হল তাকে। দুর্ঘটনায় শুভ মণ্ডলের সঙ্গে প্রাণ হারালেন আরও দু'জন। মারা গিয়েছেন বাইক চালক দুই যুবকও। জখমদের নাম দীপচাঁদ মণ্ডল ও পূজা মণ্ডল। জখমদের আপাতত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে। বাকি তিনজনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন একই বাইকে করে সঞ্জীব, ভাদু ও তাদের আর এক বন্ধু মির্জাপুর বাজারের দিক থেকে আসছিল। অন্যদিকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী স্ত্রী পূজা মণ্ডলকে নিয়ে স্কুল যাচ্ছিলেন শুভ মণ্ডল নামে ওই যুবক।

মেমারি পুরসভায় ভেঙে দেওয়া হল রাস্তার পাশের অবৈধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এবার মেমারি পুরসভায় ভেঙে দেওয়া হল রাস্তার পাশের অবৈধ নির্মাণ। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি পুরসভার দাবি, এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার পাশে ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন দোকানপাট, যার জন্য সৃষ্টি হচ্ছিল যানজটের, ব্যাহত হচ্ছিল নিকাশি পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর প্রশাসন ইতিমধ্যেই অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে যারা বিভিন্ন ব্যবসা এবং বাড়ি তৈরি করেছিল তাদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফুটপাত যাতে দখলমুক্ত হয় তার প্রক্রিয়া শুরু করে প্রশাসন ও মেমারি পুরসভা।

বৃহস্পতিবার মেমারি পুরসভার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে তৈরি হওয়া অবৈধ দোকান ভেঙে দেওয়ার কাজ শুরু করে প্রশাসন। এতদিন ওই সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন মানুষ ব্যবসা করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎ করে তাদের দোকান ভেঙে দেওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি, প্রশাসন যদি অবিলম্বে তাদের ব্যবসা করার ব্যবস্থা করে তাহলে তাদের পরিবারগুলো বাঁচবে। তা নাহলে তাদের অনাহারে মরতে হবে।

হিন্দমোটরে মুদির দোকানের ভেতরে অবৈধ মদ বিক্রি ও মহিলাদের কটুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: বাইরে থেকে মুদির দোকান। অথচ ভেতরে হচ্ছে অবৈধ মদ বিক্রির ব্যবসা! তাই নিয়েই এলাকাবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছে দীর্ঘ কাল ধরে। বুধবার রাতে এলাকাবাসীর প্রতিরোধ প্রখর হয়। বেআইনি মদ বিক্রি ও এলাকায় মহিলাদের কটুক্তির প্রতিবাদের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান এলাকার মহিলারা সহ বেশ কিছু বাসিন্দারা। প্রায় ১০০ বোতল বেআইনি মদ আটক করেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হিন্দমোটর প্রগতি সংঘ ক্লাবের পাশে একটি মুদিখানা দোকান থেকে মদ বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার মহরমের দিন সব মদের দোকান বন্ধ ছিল। শুধু ওই মুদিখানা দোকানের সামনে ভিড় ছিল। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ মদ কিনতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুলতানি করে কিছু অসামাজিক লোক। মহিলাদের দেখে কটুক্তি করে। প্রতিবাদ করতে গেলে গালিগালাজ করে। বুধবার সন্ধ্যার পর একই ঘটনা হওয়ায় প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন মহিলারা। একজনের ব্যাগ থেকে প্রায় ১০০ বোতল মদ আটক করে। পরে খবর দেওয়া হয় উত্তরপাড়া থানায়। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ এর আগেও ওই দোকানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু ছাড়া পেয়ে আবার কারবার শুরু করে। স্থানীয় বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায়ের অভিযোগ এখন সর্বত্র বেআইনি কারবার চলছে। পুলিশ কাজ করে ঠিকই কিন্তু শাসক দলের চাপে নিজেদের মতো করে করতে পারে না। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন, অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে। অন্যায়কে আমি কোনও দিন প্রশ্রয় দিইনি। ওই দোকানি বিষ্টু নাথকে আমি অনেকবার নিষেধ করেছি। বাসিন্দাদেরও বলেছি আপনারা প্রতিবাদ করুন। মুদিখানা দোকানে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি করলে পুলিশ নিশ্চই ব্যবস্থা নেবে। পুরসভাকে জানালে দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। ঘটনায় পুলিশ একজনকে আটক করেছে।

নদিয়ার সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ফের নদিয়ার সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সেনা উদ্ধার করল বিএসএফ। ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭ কেজি ৮৭ গ্রাম সোনার বাট সহ ভারতীয় এক চোরা কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্ত চৌকি হালদারপাড়ায় বিএসএফ জওয়ানরা অত্যন্ত সতর্ক ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্তে চোরাকারবারীর কাছ থেকে ৯টি সোনার ইট এবং ২১টি সোনার বিস্কুট সহ একজন ভারতীয় চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। চোরাকারবারীরা কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে সোনা ফেলে তা পাচারের চেষ্টা করে। কিন্তু বিএসএফের নজরে পড়ে গেলে তা আর পাচার করা সম্ভব হয়নি। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে বাংলাদেশ থেকে আসতে দেখা যায়। বাংলাদেশি চোরাকারবারীরা যখন তারের বেড়ার ও প্রান্ত থেকে সোনা ছুঁড়ে ফেললে তৎক্ষণাৎ বিএসএফের নজরে পড়ে যায়। ভারতীয় চোরাকারবারীকে ধরতে পারলেও বাংলাদেশি চোরা কারবারীরা ঘন ঝোপের মধ্যে পাট বাগান দিয়ে ঢুকে পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারী নদিয়ার গেদে উত্তর মাঝের পাড়ার বাসিন্দা বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, সে তার গ্রামের বাসিন্দা সনাতন বিশ্বাসের হয়ে কাজ করে এবং আজ তার কথামতোই সীমান্তে পাচার হওয়া সোনা নিতে এসেছিল। এর আগেও একই ধরনের কাজ করেছে বলে জেরায় স্বীকার করেছে গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারী। এইরকমভাবে সোনা পাচার করে সে ভালো টাকা পায় বলে বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে।

শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী ২১ জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠিত হবে। সেই শহিদ দিবসকে সফল করতে বৃহস্পতিবার বিকালে কাঁকসার পানাগড় গ্রাম মোড়ে একটি সভায় আয়োজন করা হয়। কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সী, কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্র পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা সহ এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, আগামী ২১ জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় প্রতি বছরের মতো এবছরও শহিদ দিবস পালিত হবে। ওই দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মীরা শহিদদের তর্পণ করতে সভায় উপস্থিত হবে। পাশাপাশি ওই দিন তৃণমূল সুপ্রিমো দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কি বার্তা দেন তা শোনার জন্য দলীয় কর্মীরা দলে দলে সেই সভায় উপস্থিত হবেন।

১০০ দিনের টাকা না পাওয়ায় অনেক কাজ আটকে, দাবি মন্ত্রী পুলক রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ায় বনসৃজন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। বৃহস্পতিবার হাওড়ার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র গড়চুমুকে হাওড়া জেলা পরিষদ ও হাওড়া বন বিভাগের উদ্যোগে বনমহোৎসব শীর্ষক অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'একশো দিনের কাজের টাকা না পাওয়ায় এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত স্তরে কোনও কাজ করা যাচ্ছে না, ফলে বিগত দিনে পঞ্চায়েতগুলোর পক্ষ থেকে যে বনসৃজনের কাজ করা ব্যাহত হয়েছে। তবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।' প্রসঙ্গত, এদিন মন্ত্রী পুলক রায় তথা স্থানীয় বিধায়ক জানান, 'আগামী দিনে গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় জিরাফ এবং বাঘ আস্তে চলেছে। এছাড়া নবগ্রামে ভাগীরথী নদীর তীরে যে চট জেগে উঠেছে তার ওপর বনভূমি তৈরি করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী পুলক রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক পি দীপপ্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, বিধায়ক অরুনাভ সেন নির্মল মাঝি প্রমুখ।

এটেল মাটিতে আঙুর চাষ করে তাক লাগালেন কালনার তরুণকুমার পান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটেল মাটিতে আঙুর চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কালনার রাজাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা, তরুণ কুমার পান নামের এক চাষি ও তার সহ কর্মীরা।

যদিও এই মাটি আঙুর চাষের উপযোগী নয়। তবুও অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন তারা। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এই চাষ করা হয়েছে। বেশ ভালো ফলন হওয়ায় ভালো লাভের মুখ দেখছেন কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপাড়া গ্রামের এই চাষিরা। আর এই চাষে যাতে আরও মানুষ উৎসাহিত হয় তার জন্যও তরুণবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে আরও মানুষ উৎসাহিত হয় এই চাষে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা মানেই শস্যের ভাণ্ডার। আর এই জেলার কালনা মহকুমাতে ধান,আলু, সজি, ফুল ও ফল চাষ হয়, কিন্তু আরও লাভের মুখ দেখতে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে কালনার রাজা পাড়া গ্রামের তরুণ কুমার পান ও তার সঙ্গীরা, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে হাতিয়ার করে কালনার মাটিতে এই প্রথম আঙুর চাষ শুরু করেছেন তারা। প্রথমে ফলনে একটু ঘাটতি হওয়ায় কিছু হতাশ হয়েছিল তারা, তার পর হাল না ছেড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি ও সারের মিশ্রণ করে দ্বিতীয়বার চাষ করে কিস্তিমাত করেন এই কৃষকরা। গোটা গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে আঙুরের ফলন শুরু হয়েছে। কালনায় আঙুরের ফলন তাই তার চাহিদাও তুঙ্গে। বাজারে এই ফলন বিক্রি করে ভালোই লাভের মুখ দেখেন কৃষকরা।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
কনিষ্ক মার্কেটিং প্রা লি.
CIN: U15491WB1994PTC066255
৬৩, রাধা বাজার স্ট্রিট, ৩য় তল,
রুম নং : ২৫ এবং ২৬, কলকাতা, পব, ৭০০০০১
নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন
(আরবিআই বিধিমালা অধীনে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন)

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স কনিষ্ক মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত এবং এনবিএফসি হিসেবে কার্যরত, নথিভুক্ত আরবিআই, কলকাতার নিকট, শ্রীমতি স্বেতা বনসাল (ডিন : ০২৯৭৭৪২৭) কে বোর্ডের সম্প্রসারণ এবং পরিচালনায় উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১ অধীনে যথাযথ প্রক্রিয়া অধীনে আহূত বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিযুক্ত করা হয়েছে।
আমি, শ্রীমতি স্বেতা বনসাল (ডিন : ০২৯৭৭৪২৭) এতদ্বারা অবগত করছি যে, আমি মেসার্স কনিষ্ক মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেডের, এনবিএফসি কোম্পানি, আরবিআই নিকট নথিভুক্ত, ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১ অধীনে অতিরিক্ত নির্দেশক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি এবং যথাযথভাবে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা কে জ্ঞাত করা হয়েছে।
আরও অবগত হোন বর্তমান কোম্পানির ডিরেক্টরগণ শ্রী সীতারাম আগরওয়াল (ডিন : ০১১৪০৯২৬), শ্রী মহেন্দ্র আগরওয়াল (ডিন : ০০৮৪০৫৯২) অবগত করা হয়েছে।
সকল বিনিয়োগকারীকে সংশ্লিষ্ট তথ্য অবগত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের পক্ষে
কনিষ্ক মার্কেটিং প্রা লি

স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-
সীতারাম আগরওয়াল	মহেন্দ্র আগরওয়াল	স্বেতা বনসাল
ডিরেক্টর	ডিরেক্টর,	অতিরিক্ত ডিরেক্টর
ডিন : ০১১৪০৯২৬	ডিন : ০০৮৪০৫৯২	ডিন : ০২৯৭৭৪২৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৭.২০২৪

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
চেতক মার্কেন্টাইল প্রা লি.
CIN: U51909WB1996PTC077836
৬৩, রাধা বাজার স্ট্রিট, ৩য় তল,
রুম নং : ২৫ এবং ২৬, কলকাতা, পব, ৭০০০০১
নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন
(আরবিআই বিধিমালা অধীনে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন)

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স কনিষ্ক মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত এবং এনবিএফসি হিসেবে কার্যরত, নথিভুক্ত আরবিআই, কলকাতার নিকট, শ্রীমতি স্বেতা বনসাল (ডিন : ০২৯৭৭৪২৭) কে বোর্ডের সম্প্রসারণ এবং পরিচালনায় উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১ অধীনে যথাযথ প্রক্রিয়া অধীনে আহূত বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিযুক্ত করা হয়েছে।
আমি, শ্রীমতি স্বেতা বনসাল (ডিন : ০২৯৭৭৪২৭) এতদ্বারা অবগত করছি যে, আমি মেসার্স কনিষ্ক মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেডের, এনবিএফসি কোম্পানি, আরবিআই নিকট নথিভুক্ত, ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৬১ অধীনে অতিরিক্ত নির্দেশক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি এবং যথাযথভাবে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা কে জ্ঞাত করা হয়েছে।
আরও অবগত হোন বর্তমান কোম্পানির ডিরেক্টরগণ শ্রী সীতারাম আগরওয়াল (ডিন : ০১১৪০৯২৬), শ্রী মহেন্দ্র আগরওয়াল (ডিন : ০০৮৪০৫৯২) অবগত করা হয়েছে।
সকল বিনিয়োগকারীকে সংশ্লিষ্ট তথ্য অবগত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের পক্ষে
চেতক মার্কেন্টাইল প্রা লি

স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-
সীতারাম আগরওয়াল	মহেন্দ্র আগরওয়াল	স্বেতা বনসাল
ডিরেক্টর	ডিরেক্টর,	অতিরিক্ত ডিরেক্টর
ডিন : ০১১৪০৯২৬	ডিন : ০০৮৪০৫৯২	ডিন : ০২৯৭৭৪২৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৭.২০২৪

ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল
৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের সত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বানের ২৫ মে, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়ের আইটেমগুলি বৈদ্যুতিন ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪ সহ উক্ত নোটিশটি ১৬ জুলাই, ২০২৪, মঙ্গলবারে সম্পন্ন হয়েছে। ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ৯০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ০৮ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫০০ টায় শেষ হবে। এরপরে ভোটদানের জন্য এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে শেয়ারধারী সদস্যরা কাট-অফ তারিখ হওয়ায় রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন বা বিকল্পভাবে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএমে ভোট দিতে পারেন। সদস্যরা evoting@nsdl.co.in অথবা RTA থেকে এজিএমের নোটিশে বর্ণিত লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। কোন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট প্রদান করা যাবে না।
উপরোক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.wpil.co.in/investor-services.php, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.bseindia.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com -এ পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর সাথে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন বা evoting@nsdl.co.in -এ সিনিয়র ম্যানেজার পল্লবী মহাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮.০৭.২০২৪

COSMIC CRF LIMITED
Registered Office: "Cosmic Tower"
19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, Email: info@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, Website: www.cosmiccrf.com

NOTICE is hereby given that:
The 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Cosmic CRF Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Saturday, August 10, 2024 at 12:00 P.M** (IST) through Video Conference ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
In accordance with General Circulars issued by the Ministry of Corporate affairs, vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 5th May, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 21/2021 dated 14th December, 2021, No. 2/2022 dated 5th May, 2022, No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and No. 09/2023 dated 25th September, 2023, ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/ CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 read with Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), permitted companies to conduct Annual General Meeting ("AGM") through Video Conference ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM Venue.
The AGM of the Company being held through VC/OAVM without the physical presence of Members at the Registered Office of the Company.
Electronic dispatch of the Annual Report, 2023-24, along with the AGM Notice have been completed on Thursday, July 18, 2024. The Notice of the AGM is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com). Notice is further given that, the Company is providing electronic voting facility to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged NSDL for providing e-voting facility. The notice of the 3rd AGM together with the Annual Audited Financial Statements, Reports of the Auditors and Board of Directors for the Financial Year ended March 31, 2024 (together referred as Annual Report) is sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participants (DP), as the case may be. However, Members including Members who have not registered their E-mail addresses with the Company/DP can download the AGM Notice and Annual Report from the Company's website i.e. www.cosmiccrf.com and the same is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Remote e-voting and e-voting during AGM
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of Companies (Management & Administration rules), 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended and the MCA Circulars the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NSDL.
The remote e-voting period commences on Wednesday, 7th August, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Friday, 9th August, 2024 at 5.00 P.M. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e Friday, 2nd August, 2024,** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.
In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to FAQs and the e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com , under help section or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.
Shareholders holding shares in physical mode and whose email IDs are not registered are requested to register their email IDs with MAS Services Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) at info@masserv.com or investor@masserv.com mentioning their Name as registered with the RTA, Address, email ID, Mobile Number, self-attested copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email address with the relevant Depository Participants.
As per the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, no physical copies of the Annual Report will be sent to Members, except to those Members who have requested for physical copy of the Annual Report.
Details of Book Closure
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and as per Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Saturday, August 03, 2024 to Saturday, August 10, 2024** (both days inclusive) for taking record of the members for the purpose of the 3rd AGM of the Company.

By Order of the Board
For Cosmic CRF Limited
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN-06613927

Place: Kolkata
Date : 18/07/2024

আরামবাগ শহরকে যানজট মুক্ত করতে চার-পাঁচটি পয়েন্টে নো এন্ট্রি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এই প্রথম আরামবাগ শহরকে যানজট মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের। শহরের মধ্যে মালবাহী ট্রাক থেকে শুরু করে লরি ও পণ্যবাহী কনটেনারসহ ভারী যানবাহনের উপর নো এন্ট্রি করল প্রশাসন। তবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নো এন্ট্রি করা হয়। জানা গেছে, আরামবাগ শহরের ভারী পণ্যবাহী যানবাহন যেমন বালি বোঝাই ট্রাক থেকে শুরু করে ভারী মাল বোঝাই গাড়িগুলিকে শহরের উপর দিয়ে চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে পুলিশ প্রশাসন। হুগলি জেলা প্রশাসনের জেলা শাসক ও হুগলি রুরাল এসপির নির্দেশে শহরের মধ্যে একদিকে যানজট মুক্ত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই মতো এদিন সকাল নয়টা থেকেই পুলিশ নো এন্ট্রি শুরু করে শহরে ঢোকার বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জয়রামপুর থেকে শুরু করে কালীপুর, গির্জাতলা, নৈশড়াই এলাকায় নো এন্ট্রি করা হয়। এদিন থেকে আরামবাগ শহরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২, আবার বিকাল ৪ থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত শহরের

উপর দিয়ে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এদিন সকালে আরামবাগের গির্জাতলা, নৈশরা, জয়রামপুর সহ কয়েকটি জায়গায় ভারী যানবাহনগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় রাস্তার পাশে। এই বিষয়ে আরামবাগ এসডিপিও প্রভাত চক্রবর্তী বলেন, আরামবাগ শহর ঢুকতে পাঁচটি জায়গায় মূলত করা হয়েছে নো এন্ট্রি। যেমন গির্জাতলা, জয়রামপুর, বর্ধমান থেকে আসতে নৈশড়াই, কামারপুকুর থেকে আসতে কালীপুর। বিভিন্ন জেলা থেকে যেসব গাড়িগুলো আসছে এবং ভারী মাল বোঝাই করে আসছে সেই গাড়িগুলো আমরা হোল্ডিং পয়েন্টে রাখছি, জরুরি পরিষেবা ছাড়া। হুগলি রুরাল জেলা পুলিশের এসপি স্যারের নির্দেশে এটা হয়েছে। উনি অনেকদিন আগেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে একটা সঠিক পদক্ষেপ নিতে। যার দরুন আমরা একটা ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম। সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়। এসপি কামানাশিস সেন সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে জেলা শাসককে পাঠান। তারপর এই বিষয়ে নোটিফিকেশন জারি হয় এবং তা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। অপরদিকে এ প্রসঙ্গে আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোমনাথ ঘটিক বলেন, যানজট রুখতে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে সাধুবাদ জানাচ্ছি। শহর আগের থেকে অনেক সাজানো গোছানো। যানজট মুক্ত করা গেলে খুবই ভালো হবে, উপকৃত হবেন, সরকারি কর্মী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা। পথ দুর্ঘটনা কম হবে, সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ মানুষ যানজট থেকে মুক্তি পাবে।

কৃষি বিকাশে মালদা জেলাকে আদর্শ জেলা হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের দেখানো পথেই কৃষি বিকাশে মালদা জেলাকে আদর্শ জেলা হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামিল হলেন তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধি। রাজ্য সরকারের কৃষি, মৎস্য, প্রাণী প্রতিপালন, লাক্ষা চাষ, দুগ্ধজাত ক্ষেত্রের সার্বিক রূপায়ণ দেওয়ার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার প্রসার বাড়াতে এবারে উদ্যোগী হল তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। মালদা জেলায় গাজোল ব্লকের তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত জন-প্রতিনিধির সহযোগিতা নিয়েই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির আদর্শ রূপায়ণে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মালদার গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের মোজাম্মেল হোসেন এবং তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ সদস্য দীনেশ টুডু এ নিয়ে একটি বৈঠক করেছেন। সম্প্রতি কলকাতার সল্টলেকে নিজস্ব অফিসে তপশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের প্রধান আধিকারিক সৌমেন কোলে বলেন, আমরা কৃষিজীবী মানুষদের কাছে সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দিতে এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে রাজ্যে একটা আর্থিক বিকাশের কর্মযজ্ঞে মালদা জেলাকে একট আদর্শ জেলা গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এই কাজে মাটির কাছাকাছি থাকা এই দুইজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। দ্রুত আমরা কাজ শুরু করতে চলেছি।' তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে গ্রামীণ আর্থিক বিকাশের ভাবনা নিয়ে সৌমেন কোলের কাজ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এখন বাস্তব রূপায়ণে আমরা পদক্ষেপ নিতে চলেছি।'

মালদা জেলা পরিষদের সদস্য দীনেশ টুডু বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম জল, জঙ্গল, পরিবেশ অধিকারের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা দেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী সমাজ নিলেও আজ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরও আদিবাসী সমাজ সমাজে পিছিয়ে রাষ্ট্রের উদাসীনতায়। সৌমেন কোলের পরিকল্পনা এক নতুন দিশা দেখাবে আদিবাসী সমাজকে। আর্থিক বিকাশে সংস্থার কাজে সঙ্গী হতে চলেছি আমরা। মালদা জেলার গাজোল দিয়ে আমরা কাজ শুরু করলেও গোটা জেলাকে মডেল করে আমরা দুই দিনাজপুর জেলাসহ গোটা উত্তরবঙ্গকে আর্থিক বিকাশে নজির সৃষ্টি করব।'

গোটা উত্তরবঙ্গ আজও বঞ্চিত। সেই বঞ্চনা দ্রুত পাল্টে দিতে গাজোল হবে পথ প্রদর্শক, জানালেন মালদার দুই পঞ্চায়েতের জন-প্রতিনিধি।

৫০ কোটির ফার্ম পরিদর্শনে সাংসদ জুন মালিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার শালবনিতে অবস্থিত ফডার ফার্ম পরিদর্শন করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া। ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত এই ফ্রোজেন সিমেন বুল স্টেশন বা অত্যাধুনিক স্বয়ং চালিত পোল্ট্রি হ্যাচারিতে তিন লক্ষ মুরগি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রকল্প। যেখানে প্রতিদিন ২ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি ডিম উৎপাদিত হবে। এদিন বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করেন জুন মালিয়া, সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, সন্দীপ সিংহ এবং প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা। ফার্ম পরিদর্শনের পর বন মহোৎসব উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করেন সাংসদ। আগামী দিনে এই ফডার ফার্মে আরো প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন মেদিনীপুরের সাংসদ। এদিন

একটি অনুষ্ঠানে শালবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের দুই সাংসদ জুন মালিয়া ও কালীপদ সরেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসে সভাপতি জ্যোতি প্রসাদ মাহাত সহ শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্য এবং সমস্ত বুথ সভাপতি ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২১ জুলাই শহিদ দিবসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অমরপুর অঞ্চলের গেড়াই গ্রামে। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন, যুব নেতা সঞ্জু শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বড়ুয়া সহ সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি। এদিন সভা মঞ্চ থেকে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের সাতটি অঞ্চলের যুব সভাপতির নাম ঘোষণা করেন জেলা সভাপতি। পাশাপাশি ২১ জুলাই আউশগ্রাম ব্লক থেকে কয়েক হাজার কর্মী ওই দিন কলকাতার সভায় হাজির থাকবে বলে জানান জেলা সভাপতি।

গ্রামীণ রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা, বিক্ষোভে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতেই গ্রামীণ রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ল আরামবাগ ব্লকে। এক হাঁটু জলের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। ঘটনাটি ঘটে চলেছে আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর দুই নম্বর পঞ্চায়েতের বনমালীপুর এলাকায়। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও লাভ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েতের দরজায় তালা দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এমনকী উপপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গ্রামের বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটলেন বিক্ষুব্ধ মানুষেরা। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। বৃষ্টির জেরে রাস্তায় এক হাঁটু জল থেকে শুরু করে কাদা হওয়ায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিনের এই ক্ষোভ থেকেই এদিন গ্রামের মানুষ পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখায়। পরে তারা পঞ্চায়েতের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। পাশাপাশি মলয়পুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও অন্যান্য সদস্যকে তাদের নিজেদের গ্রামে নিয়ে যান। এমনকী উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের সদস্যদের ওই বেহাল রাস্তার উপর হাঁটিয়ে সরেজমিনে রাস্তার অবস্থা পরীক্ষা করান গ্রামের বাসিন্দারা। এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষ তপন মান্না বলেন, এই রাস্তাটি সিপিএমের

আমলে তৈরি হয়েছিল। তারপর থেকে আর সংস্কার হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে কোনো অ্যাম্বুল্যান্স আসে না। স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা যেতে পারে না। বয়স্করা এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারে না। কিন্তু পঞ্চায়েতের কোনো হেলদোল নেই। তাই বাধ্য হয়েই তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস জানান, মলয়পুর ২ নং পঞ্চায়েতের ওই রাস্তাটি জেলা পরিষদের আন্ডারে রয়েছে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার পাস হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। এখন দেখা গ্রামের মানুষের স্বার্থে ওই এলাকায় কবে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

আঙ্গিনা বরইট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত আঙ্গিনা বরইট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতা শিবির। মূলত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু পাচার ও শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের বিষয়ে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শক্তি বাহিনীর জেলা কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

কমল রায়, কুমারগঞ্জ থানার এএসআই শ্রীমন্ত রায়, সোমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধনরায়, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বুদ্ধদেব দাস সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু পাচার ও শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শক্তি বাহিনী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করা, পাশাপাশি শিশুদের অধিকার রক্ষা করার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয় এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে। এ বিষয়ে শক্তি বাহিনীর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করবার জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। আশা করছি এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবিরের মধ্যে দিয়ে আমরা সমাজে বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার ও শিশু যৌন নির্যাতন মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারব।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার বাঁশকোপার একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায়। মৃত শ্রমিকের নাম মনোজ মাহাতো (২৭)। মৃতের বাড়ি পুরুলিয়া জেলায়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে ওই শ্রমিক সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পর সকাল ৭টা নাগাদ তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অন্যান্য শ্রমিকরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হলে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পরে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে শ্রমিকদের একাংশের মত।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	প্রাপ্ত ঋণ যে সম্পত্তি অধীনে	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর থেকে)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
১. মেসার্স এক্সোটিক লেদারস ৯/৪, অঞ্জুমান রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা - ৭০০০১৪ ২. শ্রী কাশিফ হাসান (স্বত্বাধিকারী) পিতা হারুন রশিদ ৯/৪, অঞ্জুমান রোড, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪ ৩. শ্রী আসিফ নাদিম পিতা হারুন রশিদ ৯/৪, অঞ্জুমান রোড, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪ ৪. শ্রী নুজহাট জাহান পিতা ইকবাল হুসেন ১/১বি, ইমদাদ আলি লেন (প্রেমি নং ১-৩৪) ৬২ তালতলা, কলকাতা - ৭০০০১৬	প্রাথমিক জামিন : কোম্পানির সমুদয় চালু সম্পদ, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ত সম্পূর্ণত দায়বদ্ধ : সম্পত্তি নং ১ : বন্ধকদত্ত জমি সম্পত্তিস্থিত ফ্ল্যাট : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চারতলা ভবন, মেসুয়েজেস, টেনেমেনটস, হেরেডিটেমেন্টস, প্রেমিসেস, ফিটিংস এবং ফিক্সচার সহ জমির সকল অংশ সমুদয় বা অংশ স্বত্বাধীনে সংশ্লিষ্টস্থিত মোট এরিয়া ০৪ কাঠা ০১ ছটাক এবং ৪৪ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং পি-১০৬,ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউ (পূর্বতন পি-১০৬, সি.আই. টি. রোড, স্কিম -৫২), থানা -এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪, ওয়ার্ড নং ৫৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং ৯০, সাবডিভিশন এবং ডিভিশন ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ এবং চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১০৫, সি আই টি রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১০৭ সি আই টি রোড, ; পশ্চিমে : সিআইটি রোড। বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩সি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭১৮ বর্গফুট কমবেশি , মোজাইক মেঝে অবস্থিত চতুর্থতলে, ভবন প্রেমিসেস নং পি-১০৬, ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ বিস্তারিত উল্লিখিতমতে বর্ণিত পি-১০৬,ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউ, এবং সকলের ব্যবহারের এলাকা, সংস্থাপন, সুবিধা এবং পরিষেবা উক্ত ভবনের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত (নিম্নেবর্ণিত তৃতীয় তপশিলের বিস্তারিত অনুযায়ী)। সম্পত্তি নং ২. বন্ধকদত্ত জমিস্থিত ফ্ল্যাট নির্মিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির রাজস্ব আদায়যুক্ত এরিয়া ৪ কাঠা ২ ছটাক (কমবেশি) অংশত দুই এবং অংশত তিন তলা ইটনির্মিত বসবাসের ভবন এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩১/১এ, ডা. সুরেশ সরকার রোড (পূর্বতন ৩১/১এ এবং ৩১/১বি ডা. সুরেশ সরকার রোড), কলকাতা : ৭০০০১৪, থানা : এন্টালি, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৪ অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৩১, ডা. সুরেশ সরকার রোড, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ৩১/১এ,ডা. সুরেশ সরকার রোড,পূর্বে : ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিমে : অংশত প্রেমিসেস নং ৩১/১এ ,ডা. সুরেশ সরকার রোড। বন্ধকদত্ত ইউনিট : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১৩/১৬তম অংশ বা ৮১.২৫ শতাংশ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ইউনিট পরিমাণ ৩২৩ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া) সংলগ্ন বারান্দা এবং সকলের ব্যবহারের বাথ এবং প্রিভি একতলায় এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির, সকলের ব্যবহারের অংশ এবং সুবিধা সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত অংশত দুই এবং অংশত তিন তলা ভবনে উক্ত প্রেমিসেস উক্ত জমিস্থিত (উল্লিখিত তপশিলে বিস্তারিত বর্ণিত মতে অনুযায়ী)।	ক) ২৪.০৪.২০২৪ খ) ২৯.০৮.২০২৩	১,৩৪,৬৭,৫৫৯.২১ টাকা (এক কোটি চৌত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা এবং একুশ পয়সা) লোন এ/সি নং ৯১৮০৩০১১৩৮২১৩৬৪, ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সুদ সহ ৩১.০৭.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য)	১.৩২ কোটি টাকা (ক্যাশ ক্রেডিট)
১. মেসার্স শৈলজা পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭ ২. শ্রী রচিত আগরওয়াল (ডিরেক্টর) পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার আগরওয়াল ১১ কে এল সাইগল সরণি, ৭৪৯, ব্লক পি, পো. এবং থানা নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ৩. শ্রী মায়াঙ্ক আগরওয়াল (ডিরেক্টর) [illegible] ... ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ ৬. মেসার্স শ্রেয়সী ট্রেডকম প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিন) ১ এবং ৩ ব্রাবোর্ন রোড, ইলাকো হাউস, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১	সম্পত্তি নং ১. নর্থ ম্যানশনস্থিত (পুরানো এবং ভগ্ন ভবন) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এনএম-২০১, ৩য়তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৬৩ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬১ডি, ইলিয়ট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,থানা : পার্ক স্ট্রিট,ওয়ার্ড নং ৬১, কলকাতা : ৭০০০১৬। সম্পত্তি নং ২. - ২, পরিশিষ্ট নর্থ ম্যানশনস্থিত (পুরানো এবং ভগ্ন ভবন), সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এনএম-২০১, ৩য়তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৭ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬১ডি, ইলিয়ট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬১ অধীন, থানা : পার্ক স্ট্রিট, তদস্থিত নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন আসবাব এবং ফিক্সচার, সরঞ্জাম, মেশিনারি স্থায়ী এবং অস্থাবর, নির্মাণ এবং অন্যান্য সম্পদসমূহ তদস্থিত।	ক) ৩১.০৫.২০২৪ খ) ২৯.১০.২০২৩	৩,৬৬,৬৫,০০৫.৯৯ টাকা এ/সি নং ৯১৯০৩০০২১৪২৪১৩৭, ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সুদ সহ ৩০.০৯.২০২৩ পর্যন্ত) ৬৫,৬১,৯৪৮.৯৯ টাকা এ/সি নং ৯২০০৬০০৪৫৪০৫৬৩৬, [illegible]	৪.৬০ কোটি টাকা (ক্যাশ ক্রেডিট এবং ইসিএলজিএস) [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
শ্রী অমিত পাল পিতা প্রয়াত অনিল কুমার পাল (মেসার্স মা কালী ফুড প্রোডাক্টস-এর স্বত্বাধিকারী) পদ্মপুখুরিয়া, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪০১	প্রায় ৬ ২/৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ, মৌজা - পদ্মপুকুরিয়া, জেএল নং ২৬৩, খতিয়ান নং ১০৪, দাগ নং ১৪৭, থানা - কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, উল্লিখিত জমির উপর নির্মিত একটি ভবন এবং ব্যাঙ্কের কাছে দলিল বন্ধক অনুসারে।	ক) ১১.০৬.২০২৪ খ) ১২.০৫.২০২৩	২৬,২৩,৯৪৭.০২ টাকা লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৫৩৯১৮৬১৫, ২৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) ২,৬০,০৪২.০০ টাকা লোন এ/সি নং ৯২০০৬০০৪৯৫৯৫৫৮৮, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত) এবং ৩,১১,৩৭০.০০ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৬০০৪৯৮১৩২৩৩, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ)	৩৫ লাখ টাকা (ওডি) ৪,৬৪,২৫০ টাকা (ইসিএলজিএস) ৩,০৯,০০০ টাকা (ইসিএলজিএস)

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।

সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) - যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না।

(ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং (খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

বড় মাত্রায় প্রশ্নফাঁসের প্রমাণে নয়া পরীক্ষার নির্দেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: বড়সড় কারচুপি হলে তবেই নতুন করে নিট পরীক্ষা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন একথা বলল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যারা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁসকারীরা খুব বড় পরিসরে কাজ করে না। বিরাট মাত্রায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিললেই আগের পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট।

গত ৫ মে নিট পরীক্ষা হয়। ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এর পর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠতে শুরু করে। পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ছাড়াও অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। পরে গ্রেস মার্কস দেওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নেয় পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। তবে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ মানতে নারাজ তারা।

কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে শীর্ষ আদালতকে জানায়, স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে অব্যবস্থার অভিযোগের তদন্ত হয়েছে, যার দায়িত্বে ছিলেন আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞরা। আর সেই বিশ্লেষণের ফল অনুযায়ী, নিট-২০২৪ পরীক্ষায় সর্বত্র বা বৃহৎ স্তরে বেনিয়ম হয়নি। কেন্দ্রের দাবি, নিট পরীক্ষা বাতিল করা উচিত নয়। পুরো পরীক্ষা বাতিল হলে লক্ষ লক্ষ সৎ পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়বেন।

এদিন শুনানিতে সেই একই কথা শোনা গেল প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের মুখে। তিনি বলেন, 'এটা দেখা দরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রশ্নফাঁস হয়েছে কিনা। প্রশ্নফাঁসের জেরে গোটা পরীক্ষা ব্যাহত হয়েছে কিনা। ২৩ লক্ষ পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ পড়ুয়া ডাক্তারিতে ভর্তি হতে পারবে।' কিন্তু আবেদনকারীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে এখনও পুনরায় পরীক্ষার নির্দেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত।

মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলের মন্তব্যে নতুন করে সংরক্ষণের বিতর্ক তৈরি

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই: বুধবারই কর্নাটক সরকার কর্পোরেট সংস্থাগুলির অসন্তোষের জেরে বেসরকারি চাকরিতে কন্নড়ভাষীদের সংরক্ষণের প্রস্তাবিত বিল 'ঠান্ডা ঘরে' পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলে তথা কর্নাটকের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী প্রিয়ঙ্কের মন্তব্যের জেরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আজ নয়তো কাল কন্নড়ভাষীদের জন্য সংরক্ষণ চালু হবেই।'

প্রসঙ্গত, বুধবার কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বেসরকারি চাকরিতে 'কন্নডিগা' সংরক্ষণ খতিয়ে দেখার জন্য চার মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য প্রিয়ঙ্ক। প্রস্তাবিত বিলে বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য ৭০ শতাংশ কর্মী এবং ৫০ শতাংশ আধিকারিকের পদ কন্নড়ভাষীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক বলে বুধবার জানিয়েছিলেন কর্নাটকের শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ লাড। তিনি বলেন, 'এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। শীঘ্রই বিল বিধানসভায় পেশ করা হবে।'

এই ঘোষণার হতেই রাজ্যের বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার তরফে কন্নড় সংরক্ষণ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়। তাদের তরফে দাবি করা হয়, এই বিল পাশ হলে তা দেশের 'সিলিকন ভ্যালি'র তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বৃদ্ধিকে স্তিমিত করে দেবে এবং চাকরির বাজারকে প্রভাবিত করবে। ন্যাসকমের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, 'আমরা এই বিলের প্রস্তাবগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং রাজ্য সরকারকে বিলটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করছি। এই বিল পাশ হলে রাজ্যের অগ্রগতি থেমে যাবে। বিভিন্ন সংস্থা তাদের ব্যবসা অন্যত্র নিয়ে যেতে উদ্যত হবে।' তার পরেই গত ১৫ জুলাই সিদ্দারামাইয়া মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়া কন্নডিগা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল আপাতত বিধানসভায় পেশ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান কর্নাটকের শিল্পমন্ত্রী এমবি পাটিল।

জলমগ্ন মধ্যপ্রদেশে মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিও জায়গা নেই

গান্ধিনগর, ১৮ জুলাই: বানভাসি গুজরাতের জুনাগড় জেলার মুলিয়াসা গ্রামে এখন শুধুই জল আর জল। বন্যা পরিস্থিতি এমনই চরমে পৌঁছেছে যে, মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি করারও জায়গা নেই। এক ইংরাজি দৈনিকে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কোমর-জলে পায়ে হেঁটে ধীর এগিয়ে যাচ্ছে একটি শবযাত্রা। এহেন দৃশ্য স্বভাবতই শিউরে ওঠার মতো।

মুলিয়াসা গ্রামে শেষকৃত্যের জন্য শবদেহ নিয়ে জল পাড়িয়ে পায়ে হেঁটে পাশের গ্রামে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। জলমগ্ন জুনাগড় জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বিপর্যস্ত জনজীবন। জুনাগড়ের মানভাদর এবং কেশোদ এলাকায়ও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি মাসের শুরু থেকেই প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাত। জেলায় জেলায় সতর্কতা বার্তা জারি করা হয়েছে।

কিসনা শোরুমের রূপান্তর: কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি গর্বিত ভাবে নয়ডা, সেক্টর ১৮-এ তার এক্সক্লুসিভ শোরুমের রূপান্তর ঘোষণা করেছে। গ্র্যান্ড ইভেন্টটি মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শ্রী কৃষাণ পাল মালিকজি এবং হরিকৃষ্ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ইভেন্টটি কিসনার যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত, উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি ব্র্যান্ডের উৎসর্গ প্রদর্শন করে। গ্রাহকরা উন্নত কেনাকাটা এবং ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবাগুলি উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই: এবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়া। জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দু'জন জঙ্গি নিহত। কুপওয়াড়া জেলায় বৃহস্পতিবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার সামনে নতুন করে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, কুপওয়াড়ার কেরান সেক্টরে বৃহস্পতিবার তিন থেকে চার জন জঙ্গিকে দেখা যায়। কাঁটাতার টপকে তারা ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল বলে অনুমান।

এর আগে বুধবার ভোরে কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের সংঘর্ষে দুই সেনা জওয়ান জখম হন। চার দিনে পর পর তিনবার ওই এলাকায় সংঘর্ষ হয়েছে। ডোডাতেই কিছু দিন আগে জঙ্গিদের গুলিতে চার জওয়ান নিহত হন। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের একটি ছায়া সংগঠন 'কাশ্মীর টাইগার্স' সেই হামলার দায় স্বীকার করে। বুধবার রাত ২টো নাগাদ জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। পাঁচ মিনিট সংঘর্ষে দুই জওয়ান জখম হন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটছে। চলতি মাসেই কাঠুয়া, কুলগাম সহ অনেক জায়গায় জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে। কখনও সেনা কনভয়ে, তো কখনও সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছে। সেনার তরফে দফায় দফায় পালটা জবাব মিলেছে। জঙ্গিদের একাধিক ঘাঁটিতে অভিযান চালান নিরাপত্তারক্ষীরা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ায় জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। এর মাঝেই কুপওয়াড়ায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা।

বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ৮ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

তিরুপতি, ১৮ জুলাই: বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ৮ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল অন্ধ্রপ্রদেশে। জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধারের পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস মিলেছে প্রশাসনের তরফে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলায়।

জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বাবা পাটনা থেকে এসে সেখানকার একটি রাইস মিলে কাজ করছিলেন। এদিন মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে থানায় যান ওই নাবালিকার বাবা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। তার মধ্যেই স্থানীয় এক বাসিন্দা ওই এলাকার একটি জঙ্গলে নাবালিকার দেহ পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিলে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মেয়েকে শনাক্ত করেন বাবা।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওই রাইস মিলটির নাম নানালদী। দু'মাস আগে নাবালিকার বাবা সহ ৪০ জন বিহার থেকে এসে সেখানে কাজ শুরু করেন। ওই রাইস মিলেরই এক শ্রমিক মেয়েটিকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন নিগ্রহ করে। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে তার বাবা-মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। বিকেলে মেয়েটির দেহ উদ্ধার করা হয়। তিরুপতির এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, সন্দেহভাজন ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিস)/৫৯৬, তারিখ ঃ ১৮.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩১৭২-আর৩। কাজের নাম ঃ ব্যান্ডেল কারশেড-এ নতুন স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের ৮০ কেভিএ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭০,৮৯৪ টাকা। দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ ৭,৪০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১৮০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-173/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ABRIDGED NOTICE

NOTICE INVITING QUATATION NO. - N.I.Q NO- 03/SDO/BISD/2024-25

Sealed quotations are hereby invited in prescribed form by the Undersigned on behalf of Governor from the eligible bonafide, resourceful and dependable persons/ Agencies for "Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of River Bhairab/Jalangi for a length of 2.30 KM from Offtake point from River Ganga/padma consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies alongwith BM carry & connection at different point in the District- Murshidabad under Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad". Last date of receiving application **29.07.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs.**

Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from bonafied contractors for the works invited in the tender notice **02/2024-25 dated- 10-07-24 for** 11 works. Last date of online submission **25-07-2024 upto 18.00 hours.** Simultaneously tender notice for elevent water treetment plant vide notice no **03/2024-25 dated- 15-07-2024** are also invited & for this tender last date of online submission is **29-07-2024 upto 18.00 hours.** For details please visit the website **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Dharampur G.P

Office of the
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat
Jalangi,Murshidabad

NIT No: 01/SADI/GP/CFC (TIED)/ 2024-25 Memo No-110 /1(14)/ SADI Date-08/07/2024 & NIT No- 02/SADI/ GP/CFC (UNTIED)/ 2024-25 Memo No-111 /1(14)/ SADI Date- 08/07/2024 & NIT No- 03/ SADI/ GP/CFC (TIED)/ 2024-25 Memo No-112 /1(14)/SADI Date-08/07/2024 Last Date Application - **26/07/2024 upto-2.00 PM.** Last date of dropping of sealed Tender form- **26/07/2024 Upto-2.00** PM. Date of opening of Tender - **30/07/2024 Upto-2.30 PM.** For Details please visit website- **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 01 of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for- (A) Lifting & Re-Lowering of 09 nos Submersible pump motor set, (B) Rewinding & Repairing of 3 nos 17.5 H.P. Submersible pump motor set are invited by the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division, Barabagan, Suri, Birbhum from the bonafied agencies having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 AM to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper are **25.07.2024** & **29.07.2024** up to 2.00 P.M. respectively.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Suri (A-I) Sub Division
Suri, Birbhum

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 04/EO/2024-25

E-Tenders are invited for 1 no Civil works. Bid Submission start- **18/07/2024**, Ends- **26/07/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
eTender Notice
No:- 01/2024-25
Memo No: 470/GM Dated: 18.07.2024

Tenders are invited by this Municipal Authority for construction of Road &Drain under Guskara Municipality. Last date of submission tenders application 29.07.2024 up to 12.00 P.M. for details visit www.wbtenders.gov.in & www.guskaramunicipality.co.in

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/109/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Concrete Road from Paschim Nischintapur Sekh Para from H/O Babur Ali to H/O Rashid Chacha, In Ward No-34, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,23,026.00

Bid Submission end date: **27.07.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

CORRIGENDUM NOTICE

Tender ID : 2024_MAD_705247_1
Tender Reference Number : WBDMC/WS/COMM/NIT-68/24-25

The Bid Submission Closing Date will be 27-07-2024 up to 5.00 PM in lieu of 17-07-2024 upto 5.00 PM and Bid Opening Date will 30-07-2024 after 11.00 AM in lieu of 19-07-2024 after 5.00 PM. The other terms and conditions will remain unchanged.

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

For details : **wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/110/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Concrete Road to Paschim Nischintapur Natunpara from Ramjan Furniture to H/O Nazmul Kazi, In Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,67,346.00
WBMAD/ULB/ RSM/111/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Concrete Road At Kala Para, Bangal Para, Sorol Dighi i) From H/O Nur Alam to H/O Gopa Rani Roy, ii) From H/O Karim Master to H/O Ansar, iii) From H/O Sailen Chakraborty to H/O Sushanto Chakraborty in Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,64,658.00

Bid Submission end date: **27.07.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে। E-NIT-03/2024-25, বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Pre-Bid Meeting Notice

All interested bidders for e-tenders for CCTV, LED Projectors and Interactive Flat Panel are requested to attend a pre-bid meeting at **11.00 am on 23.07.2024.**

Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: 01/2 Call/ ANDUL-II GP/2024-2025** With Vide Memo **No. 167/ Andul-II GP/2024-25, Dated: 16-07-2024,** The Last date for online submission of tender is **26/07/2024 upto 01.00 P.M.** For details please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Andulberia-II
Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 2/24-25/TOV/T Dated 18.07.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **03.08.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 1/24-25/5THSFC/T Dated 18.07.2024.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **03.08.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 497/DGP & e-NIT No.: 10/ DGP/PRO/2024-25, Date: 18.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **18.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **30.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 496/DGP & e-NIT No.: 09/ DGP/PRO/2024-25, Date: 18.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **18.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **30.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender (2nd Call)

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 499/DGP & e-NIT No.: 02/DGP/PRO/2024-25/ 2nd Call, Date: 18.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **18.07.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **30.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender (2nd Call)

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 498/DGP & e-NIT No.: 01/DGP/PRO/2024-25/ 2nd Call, Date: 18.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **18.07.2024 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **30.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad

Date Corrigendum

E-Tender Notice No :- 04/CGP/24-25 Date: 05/07/2024. Tender Id- A) 2024_ZPHD_709972_1 to 2024_ZPHD_709972_5. The above noted N.I.T has been revised as follows:-

Description	Old Date & Time	New Date & Time
Last date and time for submission of etender	16/07/2024 up to 3.00 PM (As per server clock)	22/07/2024 Up to 1.00 P.M. (as per Server clock)
Date of opening of Tender	A) Technical bids : Date- 18/07/2024 After 3.00 PM (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.	A) Technical bids : Date- 24/07/2024 After 1.00 P.M (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

By Order:- Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/108/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Concrete Road With Covered Drain At Kala Para In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.i)From Ekta Yubak Sangha to H/O Hakim Khan via H/O Ayisha Bibi ii)From H/O Rajjak Ali Jamadar to H/O Golum Mustafa iii) From H/O Sanjay Dutta to Manab Kalyan Yogashram.	Rs. 27,97,816.00
WBMAD/ULB/ RSM/112/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Concrete Road With Partly Drain At Mallick Para In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.15,70,531.00
WBMAD/ULB/ RSM/113/24-25 Dated 16.07.2024	Construction of Black Top Road With Partly Drain at Kalapara From Boral Main Road To Ekta Yubak Sangha Via H/O Sagar Didimoni, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.10,56,708.00

Bid Submission end date: **03.08.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-52 to 60/2024-2025 & 19 (2nd call) & 32(2nd call)/ 24-25 Dated- 18-07-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Murshidabad, Burdwan, Paschim Medinipur, Coochbehar and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **19-07-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-07-2024 & 02-08-2024 upto 3.00 pm**

Date: 18.07.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Tender Notice

On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Sinking of tubewell with platform and Soak pit	**1)**Near house of Subal Chandra Jana, NIT -347/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201484.00 **2)** Near house of Sanjay Jana , NIT -348/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201484.00 **3)** Near house of Jugal Ghorai , NIT -349/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201484.00 **4)** Near house of Sukdeb Khatua , NIT -350/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 201484.00
2	Tubewell Washing & Repairing	**1)**Tubewell Washing & Repairing at Brajaballavpur Gram Panchayat, NIT -343/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 185991.00
3	Soakpit	**1)**Soakpit near Latrine of Rakshaskhali Sub Center, NIT -344/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 21608.00
4	Latrine	**1)**Construction of Latrine near Tripathy Ghat, , NIT -345/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 287731.00 **2)**Construction of Latrine near Bamuner Bazar, , NIT -346/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 287731.00
5	Construction of Double soling BP Road	**1)** From the house of Jyotirmay Jana towards House of Niranjan Sahoo , NIT -351/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 168425.00 **2)** From the house of Hari Mondal towards House of Satya Manna , NIT -352/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 168425.00 **3)** From the house of Sudarshan Mondal towards River Embankment , NIT -353/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 168425.00 **4)** From the house of Ramprashad Maity towards House of Dulal Dinda , NIT -354/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 168425.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-5 is : 25/07/2024 2-00 p.m.

For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

ভিশন জোড়া বিশ্বকাপ!

শুভমনকে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু

শ্রীলঙ্কায় ক্যাপ্টেন রোহিত ও সূর্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে লক্ষ্মীবারে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য টিম ঘোষণা করল বোর্ড। প্রত্যাশা মতোই লঙ্কানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদবকে। আর ওডিআইতে নেতা রোহিত শর্মাই। কয়েকদিন আগে রোহিতের নেতৃত্বে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। এ বার টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ। ভারতীয় টিমের ভিশন জোড়া বিশ্বকাপ। সে কথা মাথায় রেখে শুভমন গিলকে তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের সীমিত ওভারের সিরিজ গৌতম গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। এই সফরের জন্য ভারতের স্কোয়াডে যে চমক দেখা যাবে, তা প্রত্যাশিত ছিলই। গম্ভীর ভারতীয় টিমের নতুন কোচ হওয়ার পর বার বার শোনা গিয়েছিল, হার্দিককে নয় এ বার টি-২০-তে নেতা হিসেবে দেখা যাবে স্কাইকে। হলও সেটাই। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যে এখন থেকেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই জোড়া স্কোয়াডে। শুভমন গিলকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ ও ওডিআই দুই ফর্ম্যাটেই সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে দেখা যাবে। হতেই পারে আগামী বিশ্বকাপে শুভমন গিলকে ভারতীয় টিমের নেতৃত্ব দিতে দেখা যেতে পারে।

এক ঝলকে দেখে নিন শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের টি-২০ স্কোয়াড , সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, রিঙ্কু সিং, রিয়ান পরাগ, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ ও মহম্মদ সিরাজ।

এক ঝলকে দেখে নিন শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের ওডিআই স্কোয়াড , রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), শ্রেয়স আইয়ার, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, রিয়ান পরাগ, অক্ষর প্যাটেল, খলিল আহমেদ ও হর্ষিত রানা।

বাগানে এ বার ‘রত্ন’ ঘরের ছেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগান তাঁর ছেলেবেলার প্রেম। স্কুলে পড়াকালীন ক্লাস বাঙ্ক করে প্রায়ই চলে যেতেন মোহনবাগান মাঠে। কলকাতা লিগের উত্তেজক ম্যাচ তাঁকে টানত। আটের দশকের অধিকাংশ ফুটবলার তাঁর কাছে স্বপ্নের নায়ক ছিলেন। এ গল্প সময় পেলেই নানান আড্ডায় বারবার তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁকে বলতে শোনা যেত, ফুটবলার হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফুটবলটা অবশ্য ভালোই খেলতেন। কিন্তু কপাল যে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ২২ গজে। ফুটবল খেলেননি হয়তো, মোহনবাগানের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন চুটিয়ে। ক্লাব ক্রিকেটে সবুজ-মেরুনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ বার পাচ্ছেন মোহনবাগান রত্ন ।

টুকরো টুকরো অনেক ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে মোহনবাগানে। সৌরভের সেই স্মৃতি বিজড়িত ক্লাব এ বার তাঁরই হাতে তুলে দিচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মান। সবুজ-মেরুনের হয়ে টানা ৯টা মরসুম খেলেছেন ক্লাব ক্রিকেট। মোহনবাগান ক্লাব থেকেই হয়েছিলেন জাতীয় টিমের ক্যাপ্টেন। সৌরভের সম্মতি নিয়েই তাঁকে রত্ন বাছা হয়েছে। ২৯ জুলাই সৌরভ নিজে হাজির থাকবেন মোহনবাগান দিবসে। ফুটবলে ঘরের ছেলে হয়, ক্লাব ক্রিকেটে এ সব তকমা মেলে না। কিন্তু সৌরভ বাগানের ঘরেরই ছেলে। মহারাজকে রত্ন দিতে পেরে বাগানও বোধ হয় একইসঙ্গে আপ্লুত।

মোহনবাগানে আজ কার্যকরী কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানেই ২৯ জুলাই নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে জানা যায় ইস্টবেঙ্গলের পর এ বার মোহনবাগানেও রেফারিদের সম্মান দেওয়া হবে। এক ঝলকে দেখে নিন মোহনবাগান দিবসে কে কোন পুরস্কার পাচ্ছেন?

সেরা তরুণ ফুটবলার , সুহেল ভাট সেরা ফরোয়ার্ড , মনবীর সেরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট , দেবাশিষ দত্ত সেরা স্পোর্টস অফিসিয়াল , সৌরভ পাল সেরা ক্রিকেটার , আবির ঘোষ সেরা ফুটবলার , দিমিত্রি পেত্রাতোস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট , প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯ সালের লিগজয়ী অধিনায়ক) মোহনবাগান রত্ন , সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

মোহনবাগানের জয়ে ফেরার দিনেও রেফারিং বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন ম্যাচ পর কলকাতা লিগে অবশেষে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। মরসুমে প্রথম জয়। তবে সেই জয়েও রইল বিতর্ক। কলকাতা লিগের প্রথম দুটো ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট করে মোহনবাগান। এরপর ডার্বিতে চিরশত্রু ইস্টবেঙ্গলের কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হয় সবুজ-মেরুন। ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তলানিতে চলে গিয়েছিল মোহনবাগান। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে অবশেষে জয়ে ফিরল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করা পিয়ারলেসকে হারিয়ে দিল মোহনবাগান। ১-০ গোলে জয়লাভ সবুজ-মেরুনের।

খেলার প্রথমার্ধে ২৩ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে জয়সূচক গোল থুমসল টংসিনের। ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের কিছুটা উপরে উঠে এল মোহনবাগান। তবে এদিনের ম্যাচেও ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। তিন পয়েন্ট নিয়ে কার্ডোজোর দল মাঠ ছাড়লেও, ফুটবলারদের পারফরমেন্স আহামরি নয়। বরং গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন পিয়ারলেসের ফুটবলাররা।

ম্যাচ শেষে রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ উগড়ে দেন পিয়ারলেস কোচ হেমন্ত ডোরা। ম্যাচ কমিশনার পীযূষ বিশ্বাসের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন অফিস টিমের কোচ। খারাপ রেফারিং নিয়ে সরব হন হেমন্ত ডোরা। সাংবাদিক সম্মেলনেও সেই ক্ষোভ উগড়ে দেন পিয়ারলেস কোচ।

আইএফএ-র কাছে রেফারিং ইস্যুতে চিঠি দিচ্ছে পিয়ারলেস। দুটো ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত

করা হয়েছে পিয়ারলেসকে। দাবি কোচ হেমন্ত ডোরার। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের বক্সে এক সবুজ-মেরুন ফুটবলারের হাতে বল লাগলেও, তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। এমনকি পিয়ারলেসের এক ফুটবলারকে বক্সে ফাউল করা হরেও তা রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। হেমন্তর দাবি, ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারত পিয়ারলেস। ম্যাচের পর তিনি বললেন, ‘আইএফএ-র কাছে অভিযোগ জানিয়ে তো আর পয়েন্ট ফেরত পাব না। এরকম নিকৃষ্ট মানের রেফারিং হলে বাংলার ফুটবল আরও পিছোবে। বাঙালি ফুটবলারও উঠে আসবে না।’

হার্দিক পান্ডিয়াকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল টেনিস বল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে আলোচনা থামছেই না। শোনা গিয়েছে শ্রীলঙ্কা সফরে তিনি নাকি ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম চেয়েছেন। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলাবলি করছেন, হার্দিককে টিম ইন্ডিয়ার আগামী টি-২০ ক্যাপ্টেন করা হবে না। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর নেপথ্যে হার্দিকের অবদান যথেষ্ট। বার্বাডোজে বিশ্বজয় করে দেশে ফেরার পর হার্দিক প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। বিশ্বজয়ীদের জন্য যে প্যারেড আয়োজন করা হয়েছিল, সেই সময় ওয়াংখেড়ের হাউসফুল গ্যালারি হার্দিকের নামে স্লোগান দিয়েছিল। তবে ওয়াংখেড়েতে যখন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ঘুরে ঘুরে বন্দেমাতরম গাইছিলেন, সেই সময় হার্দিককে লক্ষ্য করে

দর্শকদের কেউ টি-শার্ট ছুড়েছিলেন। এ বার তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল টেনিস বল। কোথায় হল এমন ঘটনা? কী করলেন হার্দিক পান্ডিয়া?

কয়েকদিন আগে বরোদায় হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য বিশেষ রোড শো আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে হুডখোলা বাসে দাঁড়িয়ে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন হার্দিক। সেই সময় সেখানে উপস্থিত এক ভক্ত হার্দিকের দিকে একটি টেনিস বল ছোড়েন। এক হাতে ভারতীয় অলরাউন্ডার তা ধরে নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

এর আগে হার্দিক পান্ডিয়া নিজে বরোদায় তাঁর জন্য আয়োজন করা স্পেশাল প্যারেডের ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন। সেখানে দেখা গিয়েছিল, তাঁকে দেখতে রাস্তায় থিকথিক করছিলেন দর্শকরা। হার্দিকের জন্য যে রোড শো এর আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে তাঁর দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়াও যোগ দিয়েছিলেন। ভাই বিশ্বজয় করার তিনি বিরাট খুশি। নিজের ইন্সটাগ্রামে ক্রুণাল ছোট ভাইকে নিয়ে আবেগী পোস্টও করেছিলেন।

লন্ডনের রাস্তায় বিরাটের কোলে ছোট্ট অকায়, অবশেষে মুখ দেখা গেল বিরুষ্কার ছেলের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট কোহলি। শোনা গিয়েছে, বোর্ডের কাছ থেকে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন না বলে ছুটিও চেয়েছেন। এই সময়টা পুরোদস্তুর ফ্যামিলি ম্যান হয়ে উঠেছেন বিরাট কোহলি। বার্বাডোজ থেকে বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পরই তিনি ছুটে যান লন্ডনে। সেখানেই এখন কোহলির পরিবার রয়েছে। এ বার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বিরাট কোহলির এক ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গিয়েছে তাঁর কোলে ছোট্ট অকায় কোহলি। অবশেষে কি তা হলে বিরুষ্কার ছেলের মুখ দেখা গেল? এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার ছেলে অকায় কোহলির জন্ম। লন্ডনেই বিরুষ্কার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। এখন সেখানেই বড় মেয়ে ভামিকা, ছেলে অকায় ও স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন বিরাট কোহলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ বার বিরাট, অনুষ্কা ও অকায়ের এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

সেই ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বিরাট কোহলির কোলে রয়েছে ছোট্ট অকায়। পাশেই স্ত্রী অনুষ্কা। তাঁরা একটি ফুলের দোকানের সামনে ছিলেন। দূর থেকে কেউ তাঁদের ভিডিয়োটি করেছেন বলে বোঝা যায়। বিরাট, অনুষ্কাকে পিছনের দিক থেকে দেখা গিয়েছে। ফলে অকায়ের মুখ দেখা যায়নি। কিন্তু জন্মের পর থেকে এই প্রথম বার ছোট্ট অকায়কে দেখা গেল বাবা-মায়ের সঙ্গে। বিরাট-অনুষ্কার অনুরাগীদের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে ওই ভিডিয়ো ঘুরছে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল খেলছে পুরুষদেরও আগে থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল খেলছে পুরুষদেরও আগে থেকে। যদিও সেই অর্থে প্রচার পায়নি। ২০১৭ সালের পর থেকে পরিস্থিতিটা বদলাতে শুরু করে। তার আগেও বিশ্বকাপ খেলেছে ভারত। ফাইনালেও উঠেছে। ট্রফি আসেনি। ২০১৭ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ভারত। সে বার দুর্দান্ত সুযোগ ছিল। ট্রফি জয় যেন সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ম্যাচের রং পুরোপুরি বদলে যায়। অল্পের জন্য ট্রফি আসেনি। তবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে নতুন আশা জাগিয়েছিল সেই বিশ্বকাপ। ধীরে ধীরে মেয়েদের ক্রিকেটের প্রচার বেড়েছে। জনপ্রিয়তাও। এর অন্যতম কারণ ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স। আর ভারতীয় ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ হয়ে ওঠা স্মৃতি মান্ধানার অবদান অনস্বীকার্য। বিরাট কোহলিকে যেমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সৌজন্যে কিং কোহলি বলা হয়ে থাকে, তেমনই স্মৃতি মান্ধানা ভারতীয় ক্রিকেটের কুইন। আজ সেই স্মৃতি মান্ধানারই জন্মদিন।

বিশ্ব ক্রিকেটে পোস্টার গার্ল হয়ে উঠেছে স্মৃতি মান্ধানা। ভারতীয় ব্যাটিং বিভাগের স্তম্ভ। একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন। তাঁকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনেছে নতুন প্রজন্ম। ছেলেরা যেমন বলতো সচিন, সৌরভ, দ্রাবিড়, সেওয়াগ, বিরাট কোহলির মতো হতে চায়। এখন মেয়েদের ক্রিকেটেও সেই জোয়ার এসেছে। নতুন প্রজন্ম বলে, তারা স্মৃতি মান্ধানা হতে চায়। কাল থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। সেখানেও নতুন প্রজন্ম চোখ রাখবে স্মৃতি মান্ধানার পারফরম্যান্সে। ভালো খেললে যেমন হাসি ফুটবে, ব্যর্থ হলে হতাশা। স্মৃতি ব্যাটিংয়ে নামলে সাফল্যের প্রার্থনাই থাকে।

খুব ছোট্ট বয়সেই ক্রিকেটের প্রতি টান স্মৃতির। এর কারণ তাঁর দাদা। তিনি ক্রিকেট খেলতেন। দাদাকে দেখেই ক্রিকেটে আকর্ষণ বাড়ে। স্মৃতির পরিবার সেই আকর্ষণ দমতে দেননি। স্থানীয় ক্রিকেট কোচ অনন্ত তাম্বাবেকরকে দায়িত্ব দেন। দাদা শ্রবণ বাঁ হাতি ব্যাটার ছিলেন। তাঁর কিট নিয়েই প্র্যাক্টিস করতেন স্মৃতি। দাদার স্টান্স দেখেই স্মৃতিও বাঁ হাতি ব্যাটার হন। স্মৃতির কভার ড্রাইভ দেখলে ক্রিকেট প্রেমীদের মন জুড়িয়ে যায়।

মাত্র ১১ বছরেই অনূর্ধ্ব ১৯ রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছিলেন স্মৃতি। ২০১৩ সালে ১৭ বছরেরও কম বয়সে জাতীয় দলে অভিষেক। কেরিয়ারে ৭টি টেস্ট খেলেছেন। ব্যাটিং গড় ৫৭-র বেশি। দুটি সেঞ্চুরি রয়েছে। এর মধ্যে একটি গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে। পুরুষদের ক্রিকেটে গোলাপি টেস্টে ভারতের প্রথম সেঞ্চুরিয়ন বিরাট কোহলি। তেমনই মেয়েদের টেস্টে গোলাপি টেস্টে ভারতের প্রথম সেঞ্চুরিয়ন স্মৃতি মান্ধানা। তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

ওয়ান ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৫ ম্যাচ খেলেছেন স্মৃতি। করেছেন ৩৫৮৫ রান। ব্যাটিং গড় ৪৫-এর বেশি। রেকর্ড সাতটি সেঞ্চুরি। ২৭টি হাফসেঞ্চুরি। ১৩৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৩৩২০ রান করেছেন স্মৃতি। রয়েছে ২৪টি হাফসেঞ্চুরির ইনিংস। ২০১৮ সালে অর্জুন সম্মান দেওয়া হয় স্মৃতিকে। অজি অলরাউন্ডার এলিস পেরির পর স্মৃতি মান্ধানাই একমাত্র মহিলা ক্রিকেটার যিনি, দু-বার আইসিসি বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন।

২৮ তম জন্মদিনে স্মৃতি মান্ধানাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

অবশেষে নেটে বোলিং শুরু মহম্মদ সামির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মঞ্চে মহম্মদ সামির পারফরম্যান্স নজরকাড়া। ঘরের মাঠে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে প্রাথমিক ভাবে অবশ্য সুযোগ পাচ্ছিলেন না সামি। ভারতের চতুর্থ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া চোট পান। এরপরই একাদশে জায়গা হয় মহম্মদ সামির। সুযোগ পেয়ে হতাশ করেননি সামি। একের পর এক বিধ্বংসী পারফরম্যান্স করেছেন। ভারত টানা দশ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল। মহম্মদ সামি খেলেছিলেন সাতটি ম্যাচে। আর এতেই নিয়েছেন ২৪ উইকেট! সেমিফাইনালের মঞ্চে একাই নিয়েছিলেন সাত উইকেট। যদিও ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। আরও একটা অস্বস্তির খবরও ছিল। বিশ্বকাপেই চোট পেয়েছিলেন সামি। অবশেষে নেটে বোলিং শুরু করলেন।

ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর একের পর এক সিরিজে পাওয়া যায়নি মহম্মদ সামিকে। চোট খুবই গুরুতর ছিল। অপারেশনও করাতে হয়। দীর্ঘদিন ক্রাচ নিয়ে হেঁটেছেন। এরপর জিম শুরু করেন। ভাই মহম্মদ কাইফের সঙ্গে জিমের সেই ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন মহম্মদ সামি। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। জিম্বাবোয়েতেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারতের তরুণ দল। এরপর শ্রীলঙ্কা সফর। সেখানে সাদা বলের সিরিজই রয়েছে। ভারতের পরবর্তী লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ।

শ্রীলঙ্কা সফরে ওয়ান ডে সিরিজ থেকেই যেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও নজর দিতে হবে। পেস বোলিংয়ে চাই নানা বিকল্প। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজের পাশাপাশি ফুল ফিট সামিকে টেস্টে খুবই দরকার। শ্রীলঙ্কা সফরের পর ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে ভারতের।

সব কিছু ঠিক থাকলে এই সিরিজেই ফিরতে পারেন মহম্মদ সামি। যদিও তাঁকে নিয়ে তাড়হুড়ো করার ঝুঁকি নাও নেওয়া হতে পারে। কারণ, নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেখানে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। এর মধ্যে একটি দিন-রাতে গোলাপি বলের টেস্ট।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**